



৬৬টি ওয়ার্ডই রেখে দেওয়া হবে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ হাওড়া পুরসভা এলাকায় ৫০টির বদলে ৬৬টি ওয়ার্ড রেখে দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার ফের আইনি সংশোধন আনতে চলেছে। বুধবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের উপর সিলমোহর দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই এই পুরসভা নিয়ে জটিলতা চলছে। সেই জট কাটাতেই এই উদ্যোগ বলে মনে করা হচ্ছে। প্রশাসনিক সুচ্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া পুরসভা আইন, ১৯৮০ সংশোধনের জন্য ফের বিধানসভায় বিল আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ২০১৫ সালে তৃণমূল সরকার হাওড়া পুরসভার সঙ্গে বালি পুরসভাকে জুড়ে দিয়ে মোট ৬৬টি ওয়ার্ড গঠন করেছিল। যদিও হাওড়া পুরসভার অন্তর্গত ছিল ৫০টি। কিন্তু

পরে প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দেয়। ফলে, ২০২১ সালে ফের বালি পুরসভাকে হাওড়া পুরসভা থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই সিদ্ধান্তে সিলমোহর দেননি তৎকালীন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়া। পরে ২০২৫-এ রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস অনুমোদন দেন। নিম্ন অস্থায়ী বালি পুরসভা হাওড়া পুরসভা থেকে বেরিয়ে গেল হাওড়া পুরসভার ওয়ার্ড সংখ্যা কমে যাওয়ার কথা। কিন্তু এখন হাওড়া পুরসভা আলাদা হয়ে গেলে ৫০-এর বদলে ৬৬ টি ওয়ার্ডই রাখতে চাইছে রাজ্য সরকার। কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, গত ১০ বছরে এই পুরসভায় লোকসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। তাই ওয়ার্ড খান্যে প্রয়োজন। তাই এই আইন সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রিসভার। উল্লেখ্য, হাওড়া পুরসভায় দীর্ঘদিন ধরে ভোট করানো যাচ্ছে না। ২০১৬ সালে শেষবার ভোট হয়েছিল। ২০১৮ সালে ভোট হওয়ার কথা থাকলেও, তা হয়নি। আপাতত সেখানে প্রশাসক বসানো আছে। সেই জট কাটাতে এই সিদ্ধান্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বড়দিনে ভিড়ে ঠাসা বোটানিক্যাল গার্ডেনে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হাওড়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ বড়দিনে পর্যটকদের ডিড শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে, বনসাঁই, মেডিসিনাল সূত্র সহ বিভিন্ন সেকশন এদিন পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য খোলা হয়। বড়দিন উপলক্ষে বহু পর্যটক প্রতি বছরই হাওড়ার শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে (আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ইন্সটিটিউট বোটানিক্যাল গার্ডেন) যান। এবারও তার অন্যথা হয়নি। বৃহস্পতিবার সকাল নয়টায় বোটানিক্যাল গার্ডেনে ভিড় জমান বহু পর্যটক। এই বিষয়ে জরুজি ডিরেক্টর দেবেন্দ্র সিং জানান, “প্রতিবারে যে পরিমাণ পর্যটক গার্ডেনে আসে এবংবহু বছর আরও বেশি পর্যটক এখানে আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে।”

এসএসসি-র পর এবার প্রাথমিকেও নিয়োগে তোড়জোড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ এসএসসি-র পর এবার প্রাথমিকেও নিয়োগে তোড়জোড়। সূত্রের খবর, ৬০ ডিসেম্বর থেকে প্রাথমিকে নিয়োগের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। ১৬ হাজার ৪২১ শূন্যপদে আবেদনকারীর সংখ্যা প্রায় ৬০ হাজার। সূত্রের খবর, পর্ষদ অফিসে ভিডিওগ্রাফি-সহ কেন্দ্রীয়ভাবে চলবে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া। ইন্টারভিউয়ের পর প্রকাশিত হবে মেধাতালিকা। সূত্র মারফত এও খবর পাওয়া যাচ্ছে, বছর শেষে শুধু ইংরাজিমাধ্যম স্কুলে নিয়োগের জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হবে। পরে বাকি স্কুলগুলির জন্য ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া চলবে। সর্বই জানিয়ে দেওয়া হবে পর্ষদের তরফে। এদিকে সামনেই আবার বিধানসভা নির্বাচন। শিক্ষা দফতর যাচ্ছে নির্বাচনের আগে আদর্শ আচরণ বিধি লায়ু হওয়ার আগেই এসএসসি এবং প্রাথমিকের এই শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষ করতে। এসএসসি-র ২৬ হাজার নিয়োগে

‘বেটি বাঁচাও এর আসল ছবি?’

কুলদীপ সেন্সরের জামিনে তোপ দাগলেন অভিষেক



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ নারী-নিরাপত্তা ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে “দ্বিমুখী অবস্থান” এর অভিযোগে ফের সরব হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার টুইটার-এ করা একটি পোস্টে উত্তরপ্রদেশের উন্নাও ধর্ষণ মামলায় দেবী সত্যন্ত প্রান্তন বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেন্সরের জামিন প্রসঙ্গ সামনে এনে প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। একই সঙ্গে নির্ঘাতিতা সম্পর্কে কটাক্ষকারী বিজেপি-সহযোগী দলের মন্ত্রী ওমপ্রকাশ রায়চৌধুরী মন্তব্য নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিষেক। পোস্টে অভিষেক লিখেছেন, “ধর্ষণের অভিযোগে দেবী বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেন্সরকে জামিন দেওয়া হয়েছে। ধর্ষিতা ও তাঁদের পরিবারকে নিয়ে প্রকাশ্যে উপহাস করছেন বিজেপির মিত্রদলীয় মন্ত্রীরা। অথচ সর্বত্র নীরব বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব। এটাই আজ ‘বেটি বাঁচাও’-র বাস্তবতা।” তাঁর বক্তব্য, “যখন দেবী সত্যন্ত ধর্ষকরা স্বহৃদে মুক্তি পায় এবং ক্ষমতাসীন শিবিরের

নেতারা ভুক্তভোগীদের হেয় করেন, তখন সমাজের কাছে তা কেবল লজ্জার নম, ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় থাকা প্রতিটি পরিবারকেই ব্যর্থতার মুখে ঠেলে দেয়”। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মত, আসন্ন নির্বাচনী সমীকরণের প্রেক্ষিতে নারী-নিরাপত্তা ইস্যুতে বিজেপির “দ্বিমুখী অবস্থান”কে সামনে আনতেই এই সরাসরি আক্রমণ অভিষেকের। তৃণমূলের অভিযোগ, নারীর সুরক্ষা নিয়ে স্লোগান দেওয়া হলেও বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলিতে ধর্ষণ ও নির্যাতনের ঘটনায় শাসকদলের প্রতিনিধিদের ভূমিকা বারবার প্রশ্নের মুখে পড়ছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও বিজেপির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাজনৈতিক পর্ষবেক্ষকদের মতে, অভিষেকের এই মন্তব্য থিরে তৃণমূল-বিজেপি পালটা-তরজা আরও উত্তপ্ত হবে বলেই মনে করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালে চাকরি দেওয়ার কথা বলে ডেকে এনে উন্নাওয়ের এক নারীলোককে ধর্ষণের অভিযোগে গুটী উত্তরপ্রদেশের বাক্সেরমউ কেন্দ্রের চার বারের বিজেপি বিধায়ক কুলদীপ সেন্সর এবং তাঁর সহযোগী শশী সিংয়ের বিরুদ্ধে দীর্ঘ তদন্তের পর নিম্ন আদালত সেন্সরকে দেবী সত্যন্ত বিজেপির মিত্রদলীয় মন্ত্রীরা নির্দেশ দেয়। তবে সম্প্রতি দিল্লি হাইকোর্টে সেই নির্দেশ বাতিল করে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে। আর সেই সিদ্ধান্তই নতুন করে কট উদ্বে দিচ্ছে রাজনৈতিক বিতর্ক।

মাথাভাঙায় বাবা-ছেলে খুনের ঘটনায় রাজনীতি জুড়লেন শুভেন্দু



এলাকায় সরকার পরিবারের উপর চড়াও হয় শিকদার পরিবারের লোকজন। ধারাল অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন তাঁরা। এই সংঘর্ষে মৃত্যু হয় মানব সরকার ও তাঁর ছেলে যাদব সরকারের। গুরুতর জখম হয় সরকার পরিবারের বাকি ৬ সদস্য। শুভেন্দুর অভিযোগ, পুলিশ ‘প্রতিবন্ধকতা’ তৈরি করেছে, ‘সত্যকে চাপা দিতে চাইছে’। এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, “সকালের দিকে আমাদের স্থানীয় স্তরের নেতার ওই আহতদের বাড়িতে যেতে পারলেও, বেলা বাড়তেই পুলিশ রায়ফ দিয়ে গোটা এলাকা ঢেকে ফেলে। পরিবারের সঙ্গে আমাদের দলের নেতাদের দেখা করতে দিচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। সত্যটা ঢাকছে। পারিবারিক বিবাদ বলে গোটা ব্যাপারটাকে অরাজনৈতিক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই হত্যা তৃণমূলের কন্নীরা করেছে।” মাথাভাঙায় নিহত দু’জনেই বিজেপির সংসদ কন্নী, দাবি করলেন শুভেন্দু। এমনকি, সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের সদস্য পদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটিও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কথায়, “যাঁরা খুন করেছেন, তাঁরা সব তৃণমূলের পরিচিত মুখ এবং গুন্ডা। নিহত মানব সরকার আবার শুধু সদস্য নন, ওই এলাকার মণ্ডলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি।” এই নিয়ে এখনও পর্বত তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শুভেন্দু রাজনৈতিক হানাহানি অভিযোগে তুললেন নিহত যাদব সরকারের জেটী একেবারে অন্য কথা জামিয়েছেন। শিকদারের পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর ‘প্রেম ছিল’ বলেই দাবি তাঁর। এদিন সাংবাদিকদের বিজয় সরকার বলেন, “ফালান শিকদারের মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বুধবার মেয়েকে নিয়ে ভাইপো চলে আসে। তারপরই অশান্তি।”

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ একটা রাজনৈতিক ‘হত্যাকে’ প্রামা-বিবাদ বলে দাগিয়ে অরাজনৈতিক করা হচ্ছে। কোচবিহারের মাথাভাঙায় হত্যা সংঘর্ষ নিয়ে এবার মুখ খুললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিহত মানব সরকার বিজেপির ‘সক্রিয় সদস্য’ বলেই দাবি তাঁর। বৃহস্পতিবার সকালে কোচবিহারের মাথাভাঙার হাজারহাট বাড়িতে যেতে পারলেও, বেলা বাড়তেই পুলিশ রায়ফ দিয়ে গোটা এলাকা ঢেকে ফেলে। পরিবারের সঙ্গে আমাদের দলের নেতাদের দেখা করতে দিচ্ছে না। প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে। সত্যটা ঢাকছে। পারিবারিক বিবাদ বলে গোটা ব্যাপারটাকে অরাজনৈতিক করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, এই হত্যা তৃণমূলের কন্নীরা করেছে।” মাথাভাঙায় নিহত দু’জনেই বিজেপির সংসদ কন্নী, দাবি করলেন শুভেন্দু। এমনকি, সাংবাদিক বৈঠকে তাঁদের সদস্য পদের রেজিস্ট্রেশন নম্বরটিও তুলে ধরেন তিনি। রাজ্যের বিরোধী দলনেতার কথায়, “যাঁরা খুন করেছেন, তাঁরা সব তৃণমূলের পরিচিত মুখ এবং গুন্ডা। নিহত মানব সরকার আবার শুধু সদস্য নন, ওই এলাকার মণ্ডলের যুব মোর্চার সহ-সভাপতি।” এই নিয়ে এখনও পর্বত তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। শুভেন্দু রাজনৈতিক হানাহানি অভিযোগে তুললেন নিহত যাদব সরকারের জেটী একেবারে অন্য কথা জামিয়েছেন। শিকদারের পরিবারের মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর ‘প্রেম ছিল’ বলেই দাবি তাঁর। এদিন সাংবাদিকদের বিজয় সরকার বলেন, “ফালান শিকদারের মেয়ের সঙ্গে ভাইপোর প্রেমের সম্পর্ক ছিল। বুধবার মেয়েকে নিয়ে ভাইপো চলে আসে। তারপরই অশান্তি।”



পথে নেমেছেন টেট পাশ চাকরিপ্রার্থীরা। দফায় দফায় বিক্ষোভ চলছে সন্টলেন্দে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কার্যালয়ের সামনে। এরইমধ্যে গত মাসেই পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের তরফে নতুন নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। অনলাইন পোর্টালের মাধ্যমে টেট উত্তীর্ণরা সহকারী শিক্ষক পদে চাকরির জন্য আবেদন করতে পারবেন বলে জানানো হয়।

এসআইআর-এর নথি যাচাইয়ে সময় বেঁধে দিল কমিশন

দেওয়া হল ৫ দিনের ডেডলাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বরঃ এসআইআর-এ বিভিন্ন দফতরকে নথি যাচাইয়ের ডেডলাইন বাঁধল নির্বাচন কমিশন। ভোটারদের নথি বিএলও অ্যাপে আপলোড করবেন বিএলও-রা। সংশ্লিষ্ট দফতরে ভোটারের নথি পাঠাবেন ডিইও বা জেলা শাসক। নথি আপলোডের ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরকে নথি যাচাই করতে হবে। অন্য জেলার নথি হলে সেই জেলার ডিইও বা জেলা শাসক। নথি আপলোডের ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরকে নথি যাচাই করতে হবে। অন্য জেলার নথি হলে সেই জেলার ডিইও বা জেলা শাসক। নথি আপলোডের ৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফতরকে নথি যাচাই করতে হবে। অন্য জেলার নথি হলে সেই জেলার ডিইও বা জেলা শাসক।

যে নথি নতুন করে আপলোড করবেন সেগুলিই আবার জেলা নির্বাচনী আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট দফতরে পাঠাবেন। তারপরই খুঁটিয়ে নারাজ নির্বাচন কমিশন। ৫ দিনের মধ্যেই শেষ করতে হবে এই নথি যাচাইয়ের কাজ। এখন দেখার এই ৫ দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া কতটা



তা পরীক্ষার কাজ চলবে। যদি দেখা যায় উত্তর ২৪ পরগনার কোনও নথি পূর্ব মেদিনীপুরের সঙ্গে যোগ রয়েছে তাহলে সেটিকে পূর্ব মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেবেন জেলা নির্বাচনী আধিকারিক। যদি দেখা যায় অন্য কোনও রাজ্যের নথি আপলোড হয়েছে ফলে সেই রাজ্যের সিইও-র কাছে এই নথি পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তবে এই পুরো প্রক্রিয়ার জন্য খুব বেশি সময় দিতে

সুঠাভাবে শেষ হয়, নাকি আবার নতুন কোনও নির্দেশিকা দেয় নির্বাচন কমিশন। কয়েকদিন আগেই তৃণমূল কংগ্রেসের একটি প্রতিনিধি দল সিইও দফতরে গিয়ে পাঁচ দফা দাবি তুলে ধরে। সেই দাবিগুলির মধ্যে ছিল-ভোটার তালিকা সংশোধনের-নামে যেন বৈধ ভোটারদের নাম বাদ না পড়ে, নথি যাচাই প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয় এবং বিএলও-দের কাজের

উপর নজরদারি বাড়ানো হয়। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, নির্বাচন কমিশনকে আরও সংবেদনশীল হতে হবে। ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে ভোটার তালিকায় নাম ও বয়স সংক্রান্ত একাধিক ভুল ধরা পড়েছে। কোথাও নামের বানান ভুল, কোথাও আবার বয়সের গরমিল সামনে এসেছে। এই ধরনের সমস্যার কারণেই নতুন করে নথি সংশোধন ও যাচাইয়ের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়েছে। কমিশনের মতে, ভোটার তালিকা যত বেশি নির্ভুল হবে, ততই নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে। তবে বিরোধীদের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ার অপব্যবহার হতে পারে। বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষ, পরিয়ায়ী শ্রমিক বা সংখ্যালঘু ভোটারদের ক্ষেত্রে নথি সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি হতে পারে বলে তাদের দাবি। কমিশনের পক্ষ থেকে যদিও জানানো হয়েছে, কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্য নেই এবং অভিযোগ পেলে তা গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে।

ওড়িশায় এনকাউন্টারে খতম কুখ্যাত মাওবাদী গণেশ উইকে, মাথার দাম ছিল ১.১ কোটি টাকা

সংবাদ সংস্থা, ভুবনেশ্বর, ২৫ ডিসেম্বরঃ ওড়িশার জঙ্গলে একের পর এক এনকাউন্টার। মাত্র ১২ ঘণ্টার ব্যবধানে খতম অস্ত্র ছ’জন মাওবাদী। তাদের মধ্যে রয়েছেন শীর্ষ মাওবাদী নেতা গণেশ উইকে। বৃহস্পতিবার এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন প্রশাসনিক অধিকারিকরা। কান্দামাল জেলার দুই আলাদা এলাকায় এই সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। বুধবার রাত থেকে বৃহস্পতিবার সকাল, এই দুটি সময়েই ওড়িশার জঙ্গলে চলে বডসড অভিযান। প্রথম এনকাউন্টারটি হয় বুধবার রাতে গুন্ডা জঙ্গলে। এই এলাকা বেলঘর থানার আওতায় পড়ে। সেই সংঘর্ষে দু’জন মাওবাদী খতম হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে দ্বিতীয় এনকাউন্টারটি হয় চাকাপাড় থানার অন্তর্গত জঙ্গলে। সেখানে আরও চার মাওবাদীকে নিকেশ করে নিরাপত্তাবাহিনী। এই চারজনের মধ্যেই ছিলেন কুখ্যাত মাওবাদী নেতা গণেশ উইকে। পুলিশ সূত্রে খবর, ৬৯ বছর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। তাঁর মাথার দাম ছিল ১.১ কোটি টাকা। ওড়িশা ও আশপাশের রাজ্যে মাওবাদী কার্যকলাপে তিনি দীর্ঘদিন ধরেই



একাধিক আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। এর মধ্যে রয়েছে দু’টি ইনসাস রাইফেল এবং একটি .৬০৬ রাইফেল। যদিও বাকি মাওবাদীদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত করা যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ। এই অভিযানকে রাজ্যের জন্য বড় সাফল্য বলে দাবি করেছে ওড়িশার ডিজিপি যোগেশ বাহাদুর ব্রহ্মাচারী। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, “বুধবার দু’জন এবং বৃহস্পতিবার সকালে

চারজন মাওবাদী খতম হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্যের মৃত্যু মাওবাদীদের জন্য বিরী দৃষ্টান্ত। এতে ওড়িশায় তাদের সংগঠনের মেরুদণ্ড ভেঙে গেছে।” তাঁর কথায়, কান্দামাল-গঞ্জাম আন্তঃজেলা সীমান্ত এলাকায় এখনও অভিযান চলছে এবং আরও সাফল্যের আশা রয়েছে। সাম্প্রতিক কালে ওড়িশায় মাওবাদীদের বিরুদ্ধে এটি অন্যতম বৃহ অভিযান বলেও দাবি করেন তিনি। ডিজিপি আরও জানান, আগামী বছরের মার্চের মধ্যে নকশালবাদ নির্মূল করার যে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তা পূরণে নিরাপত্তাবাহিনী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই অভিযানের পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিজেও নিরাপত্তাবাহিনীর প্রশাসা করেছেন। রম্ম-এ লেখেন, এই সাফল্য নকশালবাদ নির্মূলের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলস্টোন। তাঁর দাবি, এই অগ্রগতির ফলে ওড়িশা কাঁথত নকশালমুক্ত হওয়ার লক্ষ্য বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। সব মিলিয়ে, ওড়িশার জঙ্গলে এই অভিযানের পর নকশাল দমনে বড় সাফল্যের দাবি করছে প্রশাসন।

নৈরাজ্যের মধ্যে ঢাকায় ফিরলেন তারেক, মঞ্চও উঠেই মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে হাদিকে বসালেন একাসনে

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বরঃ জাতীয় নির্বাচনের আগেই ফের ঢাকায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ১৭ বছর পর বাংলাদেশে ফিরেই জনসভা থেকে হাদিরে বার্তা খালেদা-পুরেরা। সোচ্চার হলেন এটি খুন নিয়েও মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে একাসনে রাখলেন হাদিকে। নতুন বাংলাদেশ গড়তে তারুগোই ভরসা তারেকের। সাফ বললেন, “একটা নিরাপদ বাংলাদেশ আমরা তৈরি করে দেব। তারুগ প্রজন্মই দেশকে নেতৃত্ব দেবে, দেশ গড়ে তুলবে। দেশে ৪ কোটির বেশি তরুণ প্রজন্মের মানুষ রয়েছে। একাত্তর সালে আমাদের দেশের শহিদরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন এরকম একটা বাংলাদেশ গঠনের জন্য। বিগত ১৫ বছরে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শতশত গুণম শিকার শিকার হয়েছে সাধারণ মানুষ।” এরপরই সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলীর কথা মনে করিয়ে তারেক বলেন, “সাম্প্রতিককালে আমরা দেখেছি কীভাবে তরুণ প্রজন্মের সদস্যরা নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন দেশের এই স্বাধীনতা-সর্বভৌমত্বকে রক্ষা করতে গিয়ে।” এরপরই হাদির প্রসঙ্গে বলেন, “কয়েকদিন আগেই চব্বিশের আমদোলনের এক সাহসী সদস্য ওসমান হাদিকে হত্যা করা হয়েছে। হাদি চেয়েছিল এই দেশের মানুষের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হোক। মানুষ তাঁরেকে তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ফিরে পাক, সেটা সে চেয়েছিল। তাই একাত্তরের সময়কার শহিদ আর চব্বিশের আমদোলনের শহিদদের

রক্তের ঋণ যদি শোধ করতে হয় তাহলে একযোগে হাটতে হবে। তবেই আমরা আমাদের সেই প্রত্যাশিত বাংলাদেশ গড়ে তুলব।” তবে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পক্ষেও সোচ্চার হন। বলেন, “যে কোনও মূল্যে দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে হবে।

কথাও বললেন। সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে দেশবাসীর সাহায্যও চাইলেন। প্রাক আলোচনা মতই তারেকের ভাষণে একাধিক বার এসেছে মুক্তিযুদ্ধের কথা। এসেছে ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের প্রসঙ্গ। শেষ হাসিনার নাম না করলেও ১৫ বছরের স্বৈরশাসনের কথা

উক্তি ‘আই হ্যাভ এ ড্রিম’ উদ্ধৃত করে বলেন, ‘আই হ্যাভ এ প্লান।’ ভাষণের আর এক পর্বে তিনি অধিপত্যবাদীদের বিষয়ে সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছেন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে আগামীর লিগ এবং শেখ হাসিনাকে যেমন ফাটিস্ট বলা হবে থাকে, তেমনি অধিপত্যবাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে ভারতকে। তারেকের পরিকল্পনায় কী আছে? তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। অনেকের মতে তিনি একটি বাক্য দিয়ে অনেকটা দাঁতে চেয়েছেন। একদিকে যেমন নতুন বাংলাদেশ গড়ার কথা বলছেন তেমনি তার পরিকল্পনার মধ্যে আগামীর লীগকে নির্দেশ করা অন্যতম কর্মসূচি হতে পারে এমন আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন কেউ কেউ। তবে সচটাই নির্ভর করছে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন কিনা তার উপর। ১২ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত দিনে নির্বাচন টাই হবে কিনা তা নিয়ে এখনও সংশয় আছে। অধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধে মুখ খুলে তিনি ভারত বিরোধিতার আসনে উল্লেক্ষ করে রাখলেন বলে অনেকের মনে করছেন। তিনি দেশে আসার আগে থেকেই রটে গিয়েছে নয়া দিল্লির বিশেষ আশ্বাস পেয়েই তিনি দেশে আসার বুদ্ধি নিয়েছেন। অনেকের মনে করছেন তিনি ভারতের ব্যাপারে নরম দৃষ্টিভঙ্গি নিতে চলেছেন কৌশলগত কারণে। কিন্তু তাকে যাতে ‘ভারতপন্থী’ বলে তকমা দেওয়া না হয় সেই কারণেই আধিপত্যবাদীদের বিরুদ্ধেও পহেলা ভাষণে সড়ক হয়েছে বিএনপি নেতা।



বিভিন্ন আধিপত্যবাদী শক্তির গুপ্তচররা বিভিন্নভাবে এখনও সক্রিয় রয়েছে। আমাদের সেই বাংলাদেশে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং পাহাড়িয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমান সুযোগ থাকবে। তবে বিএনপির নেতার আসনের দুটি অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তিনি মার্কিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত

উল্লেখ করে তারেক বৃথিয়েছেন তিনি নতুন বাংলাদেশে উপহার দিতে চান। তার অঙ্গীকার সেই বাংলাদেশে মুসলিমদের পাশাপাশি হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান এবং পাহাড়িয়া অর্থাৎ ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সমান সুযোগ থাকবে। তবে বিএনপির নেতার আসনের দুটি অংশ নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে। তিনি মার্কিন লুথার কিংয়ের বিখ্যাত

পাড়ায় সমাধানের বরাদ্দ অর্থ বেনিয়মের অভিযোগ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান সমাধানের মাধ্যমে এলাকার ছোট ছোট সমস্যা মোটানোর জন্য বৃথ পিছু ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিল সরকার। সেই নির্দেশকেও অমান্য করা হলো, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ক্ষীরপাই পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোষণা করেছিলেন আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান মাধ্যমে নির্দিষ্ট বুথেই এলাকার মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পৌরসভা ও পঞ্চায়েত ১০ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ রূপায়ন করা হবে। সেই মতো পাড়ায় সমাধানে কাজ শুরু হয়েছিল। আর ক্ষীরপাই পৌরসভায় বিভিন্ন এলাকা থেকে দীর্ঘদিন আগেই অভিযোগ ছিল প্রভাবশালী নেতা বা কর্মীরা অন্য এলাকাকে বঞ্চিত করে নিজের এলাকায় কাজ করে নেয়। আর আমাদের সমাধান প্রকল্পে সরকারি নির্দেশ নির্দিষ্ট বুথেই ১০ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ করতে হবে। সেখানে বেনিয়ম! ক্ষীরপাই পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি বৃথ তেলিবাজার, আনন্দপুর, মালিডাঙ্গা নিয়ে ২৪০ নম্বর বৃথ। আর শ্যামলগঞ্জে এলাকাটি ২৩৯ নম্বর বৃথ। অভিযোগে ২৪০ নম্বর বৃথের জন্য ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হলোও সমস্ত কাজটি ২৩৯ নম্বর বৃথ শ্যামলগঞ্জে করা হচ্ছে,বলে এমনি ছবি উঠে আসছে। এমনকি ২৪০ নম্বর বৃথের বাসিন্দারা অভিযোগে তুলে ফেলেও ফুঁসছে। এলাকারবাসীর অভিযোগে ২৪০ নম্বর বৃথের বরাদ্দকৃত অর্থ লোকেশনে যাদের নাম লেখা আছে (রোহাল সাক্তরা, বিলাস মলিক, কার্তিক বস্তুি অলক দেওয়ান এরা প্রত্যেকেও ২৩৯ নম্বর বৃথের বাসিন্দা) তাই কোনকাল তাই এই বেনিয়ম করা হয়েছে বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। কোথায় পৌরসভার বিরুদ্ধে এই অভিযোগে আসুল। এবিষয়ে ক্ষীরপাই পৌরসভার চেয়ারম্যান বিকাশ দাস বলেন আমি কিছুদিন এই চেয়ারে বসেছি বিষয়টি দেখছি। প্রয়োজনের তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হবে।

রীতিমতো আঙুন পুড়ে ছাই ঘরবাড়ি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি এক দুঃখজনক ঘটনা। রীতিমতো আঙুন পুড়ে ছাই ঘরবাড়ি সহ সমস্ত গাঁও। ঘটনাটি ফুৰবাড়ি পশ্চিম ধনতলা এলাকায়। স্থানীয় সূ ত্রে জানা গিয়েছে, বাড়ির মালিক কৃষ্ণপদ সরকার তিনি পেশায় একজন মৎস্যজীবী এবং মাছ ধরইে তার সংসার চলে কোনমতে। তাই সকাল সকাল উঠে তিনি মাছ ধরতে চলে যান নদীতে, বাড়িতে ছিলো তার স্ত্রী এবং তার ছোট ছোট তিন মেয়ে।এমনসময় স্থানীয়রা দেখতে পান তার বাড়ি থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এবং এলাকাবাসীরা ছুটে গিয়ে দেখতে পাব বাড়ির মহিলা আঙুন নেতাবনের চেষ্টা করছে। যদিও সেই আঙুন নেভাতে দেরি হওয়ায় কতক্ষনে পুড়ে ছাই বাড়ির সমস্ত কিছু। এমন অবস্থায় কি করবেন অসহায় পরিবারটি তা বুঝে উঠতে পারাছেন না। বাড়ির মালিক কৃষ্ণপদ সরকার ও তার স্ত্রী সকলের কাছ সাহায্যের আবেদন করছেন। কারণ তার বাড়িতে ছোট ছোট তিন সন্তান রয়েছে তাদেরকে নিয়ে কি করে আগামী দিন চলাবে। তাই প্রাশাসন যদি তাদের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে হয়তো পরিবারটি কিছুটা সচ্ছল হয়ে দাঁড়া।

নদীয়ায় অনুষ্ঠিত হল সাংসদ ক্রীড়া মহোৎসব

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদিয়া : সারা দেশের পাশাপাশি নদীয়া তে সাংসদ ক্রীড়া মহোৎসব অনুষ্ঠিত হলো রানাঘাট প্রিতিংগর বুদ্ধদেব স্মৃতি বিদ্যাপীঠ বয়েজ স্কুল প্রাঙ্গ সনে। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন খেলার। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে সাংসদ খেল মহোৎসব এর অনুষ্ঠান নদীয়ার পায়রাডাঙ্গার। এদিন রানাঘাট লোকসভার সাংসদ জগন্নাথ সরকার দ্বয় কাপ এর মধ্যেদিয়ে এই খেল মহোৎসব এ অংশ গ্রহণ করলেন। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের এই খেল মহোৎসব অনুষ্ঠানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের সাংসদরা বিশেষ বিশেষভাবে অংশগ্রহণ করলোও রানাঘাট দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে একাধিক নেতৃদ্ব সঙ্গ সনদ জগন্নাথ সরকারের এই এমপি কাপ ফুটবল ম্যাচে উপস্থিত হয়ে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিশেষ ভাষণ শোনেন। আরো সকাল ১১১৫ নাগাদ খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভার্চুয়ালি কথা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন সনদ এলাকায় অনুষ্ঠিত হওয়া খেল মহোৎসব নিজে ভার্চুয়ালি উপলব্ধি করেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। এদিন রানাঘাট প্রিতিংগর স্কুল ময়মনেই এই খেলা অনুষ্ঠিত হয় খেলার অংশগ্রহণ করে চারটি দল তিনটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে বলে জানান সাংসদ, প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকারীদের নগদ অর্থসহ বিশেষভাবে ট্রফি দেয়া হয়ে বোলা থেকে তার সঙ্গে থাকবে, ম্যান অফ দ্য ম্যাচ তান অব দ্যা সিরিজ এই সমস্ত আয়োর্গও।

নৈহাটি উৎসবের মাঞ্চে রাজনৈতিক বার্তা, পার্থ ভৌমিককে সতর্ক করলেন সূরত বক্সি

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা : নৈহাটি উৎসবের উদ্বোধনী মাঞ্চে দাঁড়িয়ে আপাতদৃষ্টিতে উৎসবের আবহেই বক্তব্য রাখছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সূরত বস্তুি। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি বাক্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাজনৈতিক হিস্তি। বিশেষ করে যাঁর উদ্যোগে এই নৈহাটি উৎসব, সেই দলের সাংসদ ও নৈহাটির প্রাক্তন বিধায়ক পার্থ ভৌমিককে উদ্দেশ্য করে দেওয়া তার মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বৃধবার সূরত বক্সির বক্তব্য শোনার পর থেকেই বারাকপুর শিল্পাঙ্গলের রাজনৈতিক

অন্দরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। কেন হঠাৎ প্রকাশ্যে পার্থ ভৌমিককে ‘সতর্কবার্তা’ দিতে হল রাজ্য সভাপতি সূরত বক্সিকে ? তবে কি দলের অন্দরে কোনও বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এই বক্তব্যের উদ্দেশ্য ? এমন বহু প্রশ্ন ঘূরপাক খাচ্ছে রাজনৈতিক মহলে। বৃধবার নৈহাটি উৎসবের আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে গিয়েছিলেন তৃণমুলের রাজ্য সভাপতি সূরত বস্তুি। মাঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি পার্থকে যৌা বলতে চাই, পার্থ এমন কোনও ভুল মেন না করে যে ওকে সাংসদ পদ ছেড়ে বিধায়ক পদের জন্য লড়াই করতে

হয়েছিল। ইতিমধ্যেই বিয়ের দিনক্ষণ স্থির হয়ে গিয়েছিল, নিমন্ত্রণপর্বও সম্পন্ন হয়। গ্রামজুড়ে চলছিল বিয়ের প্রস্তুতি। সূত্রের খবর, পাত্রের বয়স ১৮ বছর এবং পাত্রীর বয়স আইন অনুযায়ী এখনও বিয়ের যোগ্যতায় পৌঁছায়নি। তবুও সামাজিক রীতিনীতি ও পারিবারিক চাপে বিয়ের আয়োজন এগিয়ে যাচ্ছিল। প্রশাসনের অজান্তেই এই বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এই বিয়ের খ বর গোপন সূত্রে পৌঁছে যায় ১০২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ওস্তাদ ভাদুড়িয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, ওই থানা এলাকারই এক গ্রামের নাবালিকার সঙ্গে পাশের গ্রামের এক তরুণের বিয়ে ঠিক

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রাথমিক স্কুলে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঘিরে ফের আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে অস্বস্তিতে পড়েছে শিক্ষা মহল। একাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের দাবি, কিছু সার্কল ইনস্পেক্টর মিড ডে মিল বা বর্তমানে পরিচিত পিএম পোশণ প্রকল্পের টাকা বাট্টিয়ে সেই অর্থ সার্কল স্তরের ক্রীড়া আয়োজন কমিটিকে দেওয়ার মৌখিক নির্দেশ দিচ্ছেন। এই নির্দেশে চরম বিব্রাতিতে পড়েছেন বহু প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষিকা। শিক্ষক সংগঠন ও সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সার্কল স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পর এখন কিছু কিছু মহকুমায় স্পোর্টস গুরু হয়েছে বা শীঘ্রই শুরু হওয়ার কথা।

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা : অতিরিক্ত মুনাফার লোভে পড়ে বড় মুকের অর্থ বিনিয়োগ করে বিপদের ম্বে পড়েছিলেন এক ব্যক্তি। তবে সময়মতো সাইবার ক্রাইম শাখা, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং ব্যাঙ্ক আধিকারিকদের তৎপরতার আরও বড় আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পেলেন তিনি। ইতিমধ্যেই ঘটনাটির তদন্ত শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গের সাইবার ক্রাইম শাখা। কোথায় এবং কীভাবে এই বিপুল অর্থ স্থানান্তরিত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখ ছেন তদন্তকারীরা। জানা গিয়েছে, একটি ব্যাকের প্রাক্তন সিনিয়র ম্যানেজার সঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় সন্ত্রাস্তি সঞ্জয় একটি হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্রেঞ্জ গ্রুপে জয়েন করেন। সেখ ানে প্রতারকরা তাঁকে বোঝায়, বিনিয়োগ করলে অতিরিক্ত মুনাফা পাওয়া যাবে। সেই যদিও পা দিয়ে ইতিমধ্যেই ২৬ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করেন তিনি। আরও বিনিয়োগের জন্য

খসড়া তালিকায় রয়েছে নাম তবুও প্রামাণ্য নথি চেয়ে ফোন

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া : রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নির্বিড় সংশোধনে লজিকাল ডিসক্রিপশি বা যৌক্তিক অসঙ্গতি সংশোধন করা যাচ্ছে। তাইই ভুল বোঝাবুঝিতে পাঁশকুড়ায় বিস্কোভের মুখে পড়লেন রিয়েল। খসড়া তালিকায় নাম রয়েছে তবুও বি এল ফোন করে নথি চাওয়ায় আরেক্ষে মতামত দশে কিছু ভোটার। স্থানীয় বিজয়া রামকম প্রাথমিক স্কুলে বি.এল.ও-কে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান বেশ কিছু ভোটার। পাঁশকুড়ার বিজয়রামকম ১৭২৯ নং বৃথের ৭৪ জন ব্যক্তির সংখ্যা তালিকায় নাম থাকা সত্ত্বেও ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন করার জন্য তালিকায় নাম রয়েছে এমন সাংগঠিত ডকুমেন্ট সহ তাদের ডেকে পাঠানো হয়। যেসব ভোটারদের

হয়। ওকে অনুরোধ করব, সার্বিকভাবে ওকে সাংসদ পদ ছেড়ে আবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করুন এবং মন্ত্রিসভায় ফিরুন। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দাবি এলাকাবাসীর মাথোঁই আলোচিত হচ্ছিল বলে রাজনৈতিক সূত্রের দাবি। তবে এই নিয়ে বারাকপুর সাংসদীয় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। তারা বিষয়টি নিয়ে কার্যত ‘স্পিকারি নট’ অবস্থান নিচ্ছেন। কেউই সরাসরি স্বীকার করতে চাইছেন না যে পার্থ ভৌমিককে নিয়ে দলের অন্দরে কোনও মতভেদ বা জল্পনা চলছে।

ভৌমিক সাংসদ পদ ছেড়ে আবার বিধানসভা নির্বাচনে লড়াই করুন এবং মন্ত্রিসভায় ফিরুন। বিশেষ করে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই দাবি এলাকাবাসীর মাথোঁই আলোচিত হচ্ছিল বলে রাজনৈতিক সূত্রের দাবি। তবে এই নিয়ে বারাকপুর সাংসদীয় এলাকার তৃণমূল নেতৃত্ব প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ। তারা বিষয়টি নিয়ে কার্যত ‘স্পিকারি নট’ অবস্থান নিচ্ছেন। কেউই সরাসরি স্বীকার করতে চাইছেন না যে পার্থ ভৌমিককে নিয়ে দলের অন্দরে কোনও মতভেদ বা জল্পনা চলছে।

হেড কনস্টেবল রাম পাল, কনস্টেবল আশিষ চৌধুরী এবং কনস্টেবল পিপু সতপথি। সময় নষ্ট না করে তাঁরা উত্তর ভাদুড়িয়া গ্রামে পৌঁছান এবং বিষয়টি স্বরূপনগর থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক অরিন্দম হালদারকে জানান। তার নির্দেশে সঙ্গে সঙ্গে এক দল পুলিশ ঘটনাস্থলে রওনা হয়। পাশাপাশি, কলকাতার একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিরাও আসক্তিতে যোগ দেন। পুলিশ, বিএসএফ এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ উপস্থিতিতে বিয়ের আয়োজন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। শেষ মুহূর্তে প্রশাসনের এই হস্তক্ষেপে রক্ষা পায় নাবালিকা। ঘটনাস্থলেই পাও ও পাত্রীর বাবাদের সঙ্গে বিস্তারিত

প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা গভীর দ্বন্দ্বে পড়েছেন। একদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশ, অন্যদিকে সরকারি প্রকল্পের নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব; এই দুইয়ের মাঞ্চে পড়ে তাঁরা মানসিক চাপে রয়েছেন বলে দাবি শিক্ষক মহলের। উল্লেখ যোগ্যভাবে, সার্কল স্তরে স্পোর্টস আয়োজনে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ হয়েছিল। কিছুটা ছেড়েও দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তা হলে কেন এই মৌখিক নির্দেশ ? মিড ডে মিল পর্বেরও এক্সটারভুজ নয় বলে বোর্ড সভাপতি দৌতম পাল মন্তব্য করতে চাননি। তবে প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, ‘আনেক এসআইয়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পাছি। এটা ঠিক নয়।’ অন্যদিকে,

একদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশ, অন্যদিকে সরকারি প্রকল্পের নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব; এই দুইয়ের মাঞ্চে পড়ে তাঁরা মানসিক চাপে রয়েছেন বলে দাবি শিক্ষক মহলের। উল্লেখ যোগ্যভাবে, সার্কল স্তরে স্পোর্টস আয়োজনে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ হয়েছিল। কিছুটা ছেড়েও দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তা হলে কেন এই মৌখিক নির্দেশ ? মিড ডে মিল পর্বেরও এক্সটারভুজ নয় বলে বোর্ড সভাপতি দৌতম পাল মন্তব্য করতে চাননি। তবে প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, ‘আনেক এসআইয়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পাছি। এটা ঠিক নয়।’ অন্যদিকে,

একদিকে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মৌখিক নির্দেশ, অন্যদিকে সরকারি প্রকল্পের নিয়ম মেনে সঠিক তথ্য দেওয়ার দায়িত্ব; এই দুইয়ের মাঞ্চে পড়ে তাঁরা মানসিক চাপে রয়েছেন বলে দাবি শিক্ষক মহলের। উল্লেখ যোগ্যভাবে, সার্কল স্তরে স্পোর্টস আয়োজনে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা করে বরাদ্দ হয়েছিল। কিছুটা ছেড়েও দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তা হলে কেন এই মৌখিক নির্দেশ ? মিড ডে মিল পর্বেরও এক্সটারভুজ নয় বলে বোর্ড সভাপতি দৌতম পাল মন্তব্য করতে চাননি। তবে প্রকল্পের এক আধিকারিক বলেন, ‘আনেক এসআইয়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ পাছি। এটা ঠিক নয়।’ অন্যদিকে,

জঙ্গল, পাহাড়, নদীর টানে পর্যটকের ঢল, জমজমাট ঝাড়গ্রাম

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম : শীতের মরশুমে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম, পর্যটকের ঢলে উড়িস্কুল জঙ্গলমহলে। বর্ষশেষের ছুটির আরেজে শীতের হাওয়ানিতে আরার পর্যটকদের ভিড়ে উপচে পড়ছে অরণ্য সুন্দরী ঝাড়গ্রাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, জঙ্গলযোরা নিজনতা, নদী-বাঁধ আর পাহাড়ি আবহে মুগ্ধ হয়ে রাজ্য ও ভিনরাজ্য থেকে ভ্রমণপিপাসুরা ছুটে আসছেন জঙ্গলমহলে। শীত পড়তেই পর্যটকদের ঢল নেমেছে ঝাড়গ্রাম জেলায়। বর্ষশেষে উপচে পড়া ভিড় জেলার একের পর এক পর্যটন কেন্দ্রে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, আগে থেকে বুকিং না করলে রাত কাটানোর মতো হোটেল, লজ বা হোমস্টে পাওয়া কার্যত অসম্ভব। জেলার প্রায় সব

ডুয়ার্সে হাতির হামলায় মৃত্যু

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : ঘন কুয়াশায় আবৃত বড়দিনের সন্ধ্যায় ডুয়ার্সে হাতির হামলায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ারের হলাকাটা ব্লকের জটেশ্বর সংলগ্ন ব্যাংকাদি এলাকায়। মৃতের নাম পবিত্র রায় (৫২)। জানা গেছে, বড়দিনের ঘনকুয়াশার সকাল সাতটায় বাড়ির সামনে হাতির আগমণ ঘটে। আচমকই হাতির সামনে পড়ে যায় পবিত্র রায় নামের ওই গ্রামবাসী। তাকে শুঁড়ে তুলে নিয়ে আছড়ে ফেলে পা দিয়ে চাপা দেয় মৃত হাতির আগমণ ঘটে। আচমকই হাতির সামনেই মৃত্যু ঘটে পবিত্র রায়ের। কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে বাড়ির সামনে বুনাে আগম্ভকের আগমন টের না পাওয়ায় এরান ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় জটেশ্বর ফাড়ির পুলিশ এবং মাদারিহাট রেলঞ্জের বনকর্মীরা। বনদপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে,পার্শ্ববর্তী দলগাঁও জঙ্গল থেকে বের হয়ে প্রায়ই হাতি আসে এই এলাকায়।

মাঝরাতে কর্নাটকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কর্ণাটক : মাঝরাতে কর্নাটকে ভয়ংকর দুর্ঘটনা। বাস এবং ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে দারিদ্ৰ উদ্ভূত। ঘটনায় ঝালসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহত হয়েছেন বহু যাত্রী। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টা নিয়ন্ত্রণে আসে আহত। ইতিমধ্যেই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৃধবার বাসটি বেসালুরু থেকে শিবমোগার উদ্দেশে রওনা দিয়েছিল। রাত ২টো ৩০মিনিট নাগাদ কর্নাটকের চিদ্রদেও পৌঁছতেই বাসটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। সূত্রে খবর, ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে উলটো দিক থেকে আসা একটি ট্রাকের সংঘর্ষে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাসটির। তারপরই বাসটিতে আগুন লেগে যায়। বিকট শব্দ শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছ পুলিশ এবং দমকল। দুর্ঘটনায় ঝালসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০ জনের। আহতদের সংখ ১২ জন। পুলিশ সূত্রে খবর, বাসটিতে ৩২ জন যাত্রী ছিলেন। প্রত্যেকেই ঘুমচ্ছিলেন। আচমকা মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটে যায়।

বড়দিনের আগের রাতে বিস্ফোরণে কাঁপল বাসন্তী

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বড়দিনের ঠিক আগের রাতে মর্মান্তিক এক ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তী ব্লকে। বৃধবার গভীর রাতে এক নির্মীয়মান বাড়িতে আচমকা বিস্ফোরণের ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছে এক নাবালক। আহত অবস্থায় শিশুটিকে উদ্ধার করে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করা এলাকায় চরম চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তী ব্লকের আমঝাড়া ৩ ৷মপঞ্চায়েতের অন্তর্গত খড়িমাচান এলাকায়। বৃধবার রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বিস্ফোরণের শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে আসেন ঘটনাস্থলে। সেখানে একটি নির্মীয়মান বাড়ির ভেতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় এক শিশুকে উদ্ধার করা হয়। আহত শিশুটির নাম কালো এলাকা। সেখান থেকে ধুকুলে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। স্থানীয়দের দাবি, বিস্ফোরণের অভিঘাতে শিশুটির দুই চোখেই মারাত্মক আঘাত লেগেছে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রথমে তাকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে দ্রুত কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং তদন্ত শুরু করে। কীভাবে এবং কেন এই বিস্ফোরণ ঘটে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। বিশেষ করে ওই নির্মীয়মান বাড়িতে বিস্ফোরক জাতীয় কিছু মজুত ছিল কি না, তা নিয়েও তদন্ত চলছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, যে এলাকায় এই বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেখানে ‘খড়িমাচান নজরুল সংঘ’ নামে একটি ক্লাব রয়েছে। সেই ক্লাবের জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে গত কয়েকদিন ধরেই এলাকার শেখ এবং গায়ের পরিবারের মধ্যে বিবাদ চলছিল। সময়স্য মোটানোর জন্য বৃহৎপাত্রিয়ার দুই পক্ষের মধ্যে একটি সালিশি বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তার আগেই এই বিস্ফোরণের ঘটনা পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, যে নির্মীয়মান বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে, সেটি আগওয়ার শেষে। কেন সেই বাড়িতে বিস্ফোরক রাখা ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি।

কারাটের বিশেষ ক্যাম্প, উপস্থিত হানসি প্রেমজীৎ সেন



দূরস্বভাবা, সৌরভ দাশ বসিরহাট : বসিরহাট প্যারাডাইস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো কারাটের একদিনের বিশেষ ক্যাম্প। বসিরহাট সেইসিনকাই কারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের আয়োজিত এই অ্যাডভান্সড ট্রেনিং ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন প্রথম পর্যায়ের প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে ট্রেনিং করান হানসী প্রেমজিৎ সেন। ক্যাম্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে কারাটের পর্যায় ভিত্তিক বেস্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়। কারাটের এই বিশেষ ক্যাম্পে হানসী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিনের বিধায়ক ডা সুপরি ব্যানার্জী,বসিরহাট নারায়ন স্কুলের প্রিন্সিপাল সহ অভিভাবক প্রতিনিধি ফিরোজ কামাল গাজী, সুরজিৎ মিত্র, প্যারাডাইস ক্লাবের কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা বসিরহাট সেইসেনকাই কারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের সিহান প্রশান্ত গিরির প্রশংসা করে হানসী প্রেমজিৎ সেন বলেন বসিরহাটে কারাটের অন্যতম জনক প্রশান্ত গিরি তার কথায় বর্তমানে কারাটের বিভিন্ন সেটার রসেছে তবে কোনটি অনুমোদন প্রাপ্ত বা কোন সেটারের শিক্ষার্থীরা জাতীয় স্তরে অংশগ্রহন করছে বা পদক জিতছে তা দেখে ও ট্রেনিং এর গুণগত মান দেখে তবেই তাতে অন্তর্ভুক্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। আর এই বিষয়গুলিতেই অন্য সেটারের সঙ্গে তার সেটারের তফাৎ ট্রেনিং চলা কালীন শিক্ষার্থীদের ভুল ক্রটি সংশোধন করে দিতে দেখা যায় হানসী কে। সেক্ষ ডিস্কন্স ও শরীর চর্চার পাশাপাশি কারাটের মাধ্যমে চাকুরীক্ষেত্রের সুযোগের কথা উল্লেখ করে নিয়ামানুবর্তী সহকারে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কারাটে শেখার জন্য উৎসাহীত করেন হানসী প্রেমজিৎ সেন।

পুলিশ ভালো কাজ করছে, ঠাকুরবাড়ির ঘটনায় মমতা ঠাকুর

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঠাকুরবাড়ি : ঠাকুরাড়িতে মারামারির ঘটনায় শান্তনু ঠাকুর প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, লোকসভার পিকার, রাজ্য পুলিশের ডিভি, বনগাঁ পুলিশ বাসার এবং গাইঘাটা থানায় মমতা ঠাকুর পশ্চি বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে হামলা চালানোর অভিযোগ দায়ের করেছে। অন্যদিকে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে শান্তনু ঠাকুর, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি বিকাশ দাশ সহ শান্তনু ঠাকুর পশ্চী ম্যুট ১০৭ জনের বিরুদ্ধে গাইঘাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শান্তনু ঠাকুর পশ্চী বরন বিশ্বাস নামে একজনকে গ্রেফতার করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। আজ তাকে পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে। এই বিষয়ের মমতা ঠাকুর বলেন, গতকাল যে ঘটনা ঘটেছে আগে কোন দিন ঠাকুরবাড়িতে এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। মতুয়া ভক্তদের বিজেপির লোক দিয়ে মার খাইয়েছে শান্তনু। মহিলাদের স্কীলআহানি করা হয়েছে। ভিডিও ফুটেজ দেখে দেখে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ ভালো কাজ করেছে। আমরা চাইবো বিস্ফোরণ গ্রেফতার করা হোক। যদিও শান্তনু ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুশেখ্রনাথ গাইনের দাবি, গতকাল মমতা ঠাকুরের লোকের পরিকল্পিত ভাবে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বরুণ বিশ্বাসকে গ্রেফতার করানো হয়েছে। বরুণ গভাকাল ঠাকুর বাড়িতে আসেনি। মমতা ঠাকুর প্রমাণ করানো তবুে তিনি পুলিশের উপরে আস্থা রাখছেন পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবে। শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা ঠাকুর দৃষ্কর্তীদের পাঠিয়ে হাসানা চালানোর চেষ্টা করেছিল সুকান্ত মজুমদারের এই মন্তব্য নিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে আক্রমণ করলেন মমতা ঠাকুর।

বাসন্তীতে বোমা ফেটে জখম এক শিশু, তদন্তে থানার পুলিশ

দূরস্বভাবা, নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী : বিস্ফোরণের জেরে জখম এক শিশু এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে খড়িমাচান এলাকায়। বোমা বিস্ফোরণ নাকি সিলিভার বিস্ফোরণ তা নিয়ে দ্বন্দ্বৈ পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হয় বোমার বিস্ফোরণের অবশিষ্ট অংশ। কোথায় থেকে বোমা আসলো জানা যায়নি।পরিত্যক্ত একটি ঘরে বোমা ফেটে জখম হয় শিশুটি। বোমার সূতুলি পড়ে রয়েছে চারির্দিকের, রক্তের ছাপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। বাসন্তী থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে বোমার সূতুলি উদ্ধার করেছে। সূত্রেও খবর কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে শিশুটি। ঘটনা কে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করছে বাসন্তী থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এ বিষয়ে অজিত পিয়াড়া তিনি জানান, একটি মৃত বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হয়েছে। সেই সময় হঠাৎই বিস্ফোরণ ঘটে, স্থানীয়রা বেশ কয়েকজন জানাচ্ছে যে সিলিভার বিস্ফোরণ হয়েছে। সিলিভার বিস্ফোরণ হয়েছে নাকি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছে সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট নয়। ইতিমধ্যেই আহত ওই শিশুটিকে চিকিৎসা করানোর জন্য কলকাতায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক অর্থে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়ন করা হয়েছে পুলিশ। এ বিষয়ে ক্যানি এসডিপিও রামকুমার মন্ডল তিনি জানান, গতকাল রাতে বাসন্তীর আমঝাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে খড়িমাচান এলাকায় এক শিশু আহত হওয়ার খবর আসে আমাদের কাছে। বোমা বিস্ফোরণ নাকি সিলিভার বিস্ফোরণ সেই বিষয়ে এখনো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। ঘটনাস্থল থেকে অবশ্য উদ্ধার হয়েছে সূতুলি দিষ্ট। সম্পূর্ণ বিষয়ে আমরা খতিয়ে দেখছি। পাশাপাশি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ।

প্রেমের প্রস্তাবে না বলায় জোর করে বিধ খাইয়ে খুন যুবকের



দূরস্বভাবা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা : প্রেমের প্রস্তাবে রাজি না হওয়ায় তরুণীকে জোর করে বিধ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ। এক মাস হাসপাতালে লড়াইয়েও শেষরক্ষা হল না। বাঙুর হাসপাতালে মৃত্যু হল তরুণী। ঘটনার পরই অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানোে এফদল উত্তেজিত জনতা। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুমুমার পরিস্থিতি দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। জানা যায়, মৃত্যুর নাম চন্দ্রাণী নন্দর (১৯)। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের রঘুনাতথপুর গ্রামে। অভিযোগ, বিশাল নন্দর নামে এলাকার এক যুবক দীর্ঘদিন ধরেই প্রেমের প্রস্তাব দিচ্ছিলেন তরুণীকে। কিন্তু তাতে রাজি হননি চন্দ্রাণী। আর তরুণীর আপত্তি সত্ত্বেও এই যুবক প্রায়ই রান্ধাঘাটে তাঁকে উত্যক্ত করতো বলে অভিযোগ। গত ২৫শে নভেম্বরও তরুণীর রান্ধা আটকায় ওই যুবক। অভিযোগ, জলে বিধ মিশিয়ে জোর করে ছাত্রীকে খাইয়ে দেয় সে। কোনওরকম বাড়ি পৌঁছে বিষয়টি জানান চন্দ্রাণী। সঙ্গে সঙ্গে তরুণীর পরিবারের সদস্যরা তাঁকে বাঙুর হাসপাতালে ভর্তি করে। দীর্ঘ একমাস সেখানেই চিকিৎসা চলছিল তাঁর। বৃধবার রাতে মৃত্যু হয় তরুণীর। আর সেই খবর জানা পেছতেই বিপালের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় পুলিশের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনকে প্রেতার করছে পুলিশ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিশ্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ১০ পৌষ ১৪৩২

রবীন্দ্র সঙ্গীত

রবীন্দ্রনাথের গান কেন পুরনো হয় না। এর কারণ সূরের সারলা এবং কথার রহস্যময়তা। তিনি যখন বলেন ‘আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি’ তখন আমাদের হৃদয়ে জন্মভূমির প্রতি আশ্চর্য এক অনুভূতি জেগে ওঠে এবং এটা সব ধরণের মানুষের মনে একই রকমভাবে জগ্ৰত হয়। এটা সারল্যের অসাধারণ এক উপস্থাপন। আবার তিনি যখন লেখেন ‘ভেঙে মোর ঘরের চাবি, নিয়ে যাবি কে আমারে’ তখন তালো এবং চাবির স্থান বদলে যাওয়ার রহস্যে মন থমকে দাঁড়ায় এবং তার ভাবনার আকাশে একটা ছবি টাঙাতে চেষ্টা করে, ছবিটা মেলে আবার মেলে না, একটা দৌদুয়মানতা খেলা করতে থাকে। এই বোঝা এবং না বোঝার অনুভূতি যখন তার মনকে একটা অধরা স্তরে বেঁধে ফেলেছে তখন সুর তাকে মুক্তি দেওয়ার জন্য সহাস্যে এগিয়ে আসছে। কারণ সূরের সারলা যা খুবই চেনা, আমাদের জীবযাপন থেকে উঠে আসা, তা কথার রহস্যময়তাকে এক ঝটকায় উড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে। তখন কথা এবং সুর দুই মিলে এক অনির্বচনীয়তা তাকে গ্রাস করে ফেলেছে। এবং যতবার সে শুনছে এই গান, ততবার এর এর ঘোর থেকে বের হতে পারছে না, নতুন লাগছে। মানুষের একটি সহজ প্রবণতা হচ্ছে সে সুন্দরকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে। যে সুন্দরকে গ্রহণ কিংবা উপভোগ করতে খুব বেশি মগজ খাটাতে হয়, তা সব মানুষের না হয়ে কিছু উচ্চতর বোধের মানুষের হয়ে ওঠে। সংগীত নিশ্চয় শ্রেণিকে প্রতিনিখিড় করে, কিন্তু সুর তাকে অতিক্রম করে সর্বজনীন হয়ে ওঠার শৈশিষ্ঠ্য ধরে। এখন কোন কথা যদি শ্রেণীর উর্ধে উঠতে পারে, তাহলে সুর এবং কথার যৌথ আবেদন সব মানুষকে এক জায়গায় টেনে ধরতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের গানের কথার এই বৈশিষ্ঠ্য পাই তার নিজস্ব শ্রেণিকে ধারণ করার ক্ষমতায়। তার গানে শ্রেণি মানে এখানে প্রধানত মধ্যবিত্ত, যদিও তিনি মধ্যবিত্ত ছিলেন না। কেননা মধ্যবিত্ত শ্রেণিই সমাজের অন্য শ্রেণীর চেয়ে অধিক শিল্পচর্চা করে। শিল্প যেন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চর্চার অন্তর্গত। গণসংগীত কিংবা ফোক- এগুলি একদিকে শোষিত এবং নিম্নবর্গীয় শ্রেণীর গান। নিম্নবর্গীয়দের মধ্যে বাউল ধারার গান তার দার্শনিক প্রত্যয়ের জন্য সব শ্রেণীর মানুষকে আকৃষ্ট করার ক্ষমতা ধরে। আমরা যদি লালনের গান শুনি তাহলে এর সত্যতা পাই বা যে কোন বাউলের গানের মধ্য এই সার্বজনীনতা লক্ষ্য করি। তিনি যখন বলেন ‘সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে’ তখন কোন শ্রেণি নয়, সব মানুষ এই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আত্মপরিচয় নিয়ে সংশয়ে পড়ে যায় এবং জিজ্ঞেকে মানুষ রূপে ভাবতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ এই বাউল দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক গান লিখেছেন। তিনি যখন লেখেন ‘আনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না’ তখন কোন নির্দিষ্ট শ্রেণি নয়, সব মানুষ নিজেকে চেনার সংকটে ভুগতে থাকে এবং যতবার এই গান শুনে, এই ভাবনা থেকে বেরুতে পারেন না। আবার জন্মভূমির প্রতি প্রতিটি মানুষের যে সহজাত টান, তা গানে মূর্ত।

কানাডায় নিষিদ্ধ সংগঠন

ভারত সরকার থেকে বারবার কানাডা সরকারকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন খলিস্তান কানাডায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। খলিস্তান সংগঠন সেখানে পুষে খুলেছে এবং প্রকাশ্যে ভারত বিরোধী পদযাত্রা করতে শুরু করে দিয়েছে। এর পিছনে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই রয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছিল। এমনকী গোপনে বহু খলিস্তানীদের পাকিস্তানে নিয়ে গিয়েও সেখানে সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে বলে ভারত থেকে পরিকল্পিত করে বলে দেওয়া হয়েছিল। শুধু সামরিক শিক্ষা নয়, পাশপাশি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সংগঠনকে শক্তিশালী করতে। নয়াদিল্লিকে কৃষক সমাবেশের সময়ে খলিস্তানরা ভারত দখল করার চেষ্টা করেছিল এবং ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লি অধিকার করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল। ভারতের জাতীয় পতাকা খুলে সেখানে খলিস্তান পতাকা উত্তোলন করা হয়। এই সব তথ্য কানাডা সরকারের কাছে রয়েছে। তবুও কানাডা সরকার এই সংগঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেনি। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছিল নিজ্ঞরকে ভারত সরকারের হাতে তুলে দিতে। কিন্তু কানাডা সরকার তা করেনি। উপরন্তু নিজ্ঞর কানাডায় বসে ভারত বিরোধী সংগঠকশক্তিশালী করার চেষ্টা করে গিয়েছে। এ্যাপাপারে কানাডা সরকার একেবারে নিরব ছিল। এদিকে কানাডা সরকার থেকে বলা হয়েছে যে হরবীণ সিং নিজ্ঞরের খুনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত রয়েছে তাদের ওপরে নজর রাখা হচ্ছে। তাদের মধ্যে থেকে দুইজকে গ্রেফতার করতে পারে কানাডা পুলিশ। আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে বলে কানাডা সরকার থেকে সংবাদ মাধ্যমকে বলা হয়েছে। খলিজ্জানী জঙ্গি নেতা নিজ্ঞরে খুনের ঘটনা নিয়ে নয়াদিল্লি এবং অটোয়ার মধ্যে টানা পোড়েন চলতে শুরু করে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী টুডো এই বিষয়ে ভারতের ওপরে দোষারোপ করে বিষয়টি আরও জটিল করে দিয়েছেন। নিজ্ঞরের হত্যার সঙ্গে ভারতের গায়েন্দ্রারা রয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে কানাডা সরকার এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করলে ভারত তার দিকে নজর রাখবে এটা পরিস্কার করে দিয়েছে। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছে যে নিজ্ঞরের হত্যার ঘটনার সঙ্গে ভারত জড়িত ছিল না। তবুও কানাডা সরকার ভারতের দিকে তাক করে দোষারোপ করতে শুরু করে দিয়েছিল। অটোয়ার ভারতের হাইকমিশনার সঞ্জয় শর্মা বলেছেন যে এখন তাদের কাছে কোন তথ্য আসেনি। তথ্য আসলে বিচার করা হবে। লকবীর সিংকে লাগুকেজঙ্গি বলে ঘোষণা করেছে ভারত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। দেব দেবীর প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করতে হবে। গুরুজনকে মান্য করতে হবে। পিতা মাতাই হচ্ছে

রামকৃষ্ণ দর্শন



ঠাকুর রামকৃষ্ণদের বললেন,কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারছেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন। মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। মাতৃশক্তির পূর্ণ বিকাশ এই

প্রকৃত ঈশ্বরের শক্তি। তারাই তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। তাদের জন্য তুমি পৃথিবীর আলো দেখতে পাচ্ছে। সারা জীবন ধরে সাধনা করতে হবে। সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে হবে। তবেই ঈশ্বরিক শক্তির অধিকারী হতে পারবে। তবেই তুমি বলবান হতে পারবে। জ্ঞান বৃদ্ধি করতে হবে। বিদ্যাকে গ্রহণ করে মানসিক শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। ভক্তিভাব থাকলে তবেই ভগবান তোমার সঙ্গে দেখা করবেন। তোমার সঙ্গে সব সময়ে থাকবেন। তিনি রক্ষা করবেন।

লর্ড ক্লাইভ পলাশির যুদ্ধে সিরাজকে পরাজিত না করলে ব্রিটিশ শাসন ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত হত না

বিশেষ প্রতিবেদক

তখন কোম্পানি আমল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয় পন্থা নিয়ে ইউরোপের বাজারে বিক্রি শুরু করেছে। ইংরেজ সরকার ইউরোপের বাজারকে দখল করার চেষ্টা করেছে। সেখানে ফ্রান্স এবং পর্তুগালের এসে বাধা দিলে ইংরেজ ইউরোপের বাজারকে দখল করার বিপকদের। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই করার বুঝতেগেল যে ইউরোপের বাজারে যদি ইংরেজদের টিকে থাকতে হয়



এবং আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হতে হয় তাহলে ভারত দখল করতে হবে। এ ব্যাপারে ইংল্যান্ডের রাজ পরিবারের মতও ছিল। যার ফলে ইংরেজ বণিকদের রক্ষা করা জন্য ব্রিটিশ সেনা বাহিনী আসতে শুরু করে। আবার এখানকার নেতিবাচক নিয়ে সেনা বাহিনীতে গঠন করা হতো। ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব হয়েছে। ফলে ইংরেজরা শিল্পের দিক দিয়ে এগিয়ে রয়েছে। ফলে ইংরেজের বাজার থেকে শুরু করে ব্যবসা করার অধিকার লাভ করা দিকে হুট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এগিয়ে যেতে শুরু করে। উত্তর ভারতের বিশেষ সুবিধা করতে পারছিল না। সেই কারণে বাংলা দিয়ে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করে। বাংলা ছিল ইংরেজ বণিকদের প্রবেশ দ্বার। বাংলায় ইংরেজ শাসনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে লর্ড ক্লাইভের (১৭২৫-৭৪) ভূমিকা ছিল উল্লেখ যোগ্য। পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ দৌল্লাকে পরাজিত করে ইংরেজরা ভারতে প্রবেশ করার রাস্তা তৈরি করতে থাকে। লর্ড ক্লাইভ প্রথম প্রবেশ দ্বারটা নির্মাণ করে দেন। লর্ড ক্লাভ বুঝতে পারেন যে সিরাজ ক্লাইভের মৃত্যুর একটি মাত্র উপায় হচ্ছে দেশীয় সমাজপতি, ধনী জমিদার সম্প্রদায়দের হাত করা। এটা না করতে পারলে নবাব সিরাজকে পরাজিত করা একেবারে অসম্ভব। সেই কারণে লর্ড ক্লাইভ প্রথমে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, বণিক জগৎ শেঠ থেকে শুরু করে সমাজপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ

তাঁরে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে হয়। বিশাল সেনা বাহিনী নিয়ে সিরাজকে সমান্য ইংরেজ সেনাদের সম্মুখ সমরে পরাজ হতে হয়েছিল ১৭৫৭ সালে। ইংরেজ কোম্পানিকে বিধেষ করে ইংরেজ শাসনকে সু প্রতিষ্ঠিত করলেও তাঁর কোনও মূর্তি কলকাতায় ছিল না। ক্লাইভের মৃত্যুর একশো চল্লিশ বছর পরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় কলকাতায়। প্রাক্তন গর্ভনর জেনারেল লর্ড কার্জনর নেতৃত্বে পলাশীর নায়ক লর্ড ক্লাইভের মূর্তি গড়া হয়। লর্ড ক্লাইভের একটি পূর্ণাকারের মূর্তি রয়েছে কলকাতার কিস্টোরিয়া মেমোরিয়ালতে। কলকাতায় অন্যান্য মূর্তি গুলি কলকাতার ইংরেজ বাসিন্দারা এবং ধনী ব্যক্তিদের আর্থিক দানে তৈরি হয়েছিল। কিন্তু লর্ড ক্লাইভের মূর্তি তৈরিকরে মৃত্যুর একশো চল্লিশ বছর পরে তাঁর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয় ‘ক্লাইভ মেমোরিয়াল কমিটি’। সতিাই আশ্চর্য লাগে যে ইংরেজ শাসকেরা বিলাতে লর্ড ক্লাইভের বিচারসভার আয়োজন করে। সেখানে ক্লাইভের বিচারও হয়।লর্ড ক্লাইভের মূর্তিটি নির্মাণ করেন ব্রিটিশ শিল্পী জন টুইড। ভারতের প্রাক্তন ভাইসরয় লর্ড কার্জন ছিলেন লর্ড ক্লাইভের মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ্তা। এই লর্ড কার্জন কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন নির্মাণ পরিকল্পনা এবং আখার তাজমহলকে রক্ষা করার ভাৱ গ্রহণ করেন। তাঁর একটি শিল্পপ্রেম বোধ ছিল। বড়লাট পদ থেকে ইস্তফা

বেসরকারি উড়ান চালু হওয়ায় স্পর্শের বাইরে থাকছে

বিশেষ প্রতিবেদক

বেসরকারি উড়ান থামলেজ্ঞ ভারতের আকাশপথ, অর্থনীতি ও সাধারণ মানুষের ভবিষ্যৎ। ভারতের মানুষের আকাশপথে বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলির ভূমিকা আজ আর বিলাসের পর্যায়ে পড়ে না। তা কার্যত দেশের দৈনন্দিন জীবনের অপরিসর্য অব কাঠামো। কল্পনা করা যাক, কোনও এক কারণে যদি এই বেসরকারি বিমান সংস্থাগুলি, যারা দেশের অভ্যন্তরীণ বিমান চলাচলের সিংহভাগ পরিচালনা করে, হঠাৎ করে তাদের উড়ান বাতিল করে দেয়;তবে কী হবে ভারতের অর্থনীতি, প্রশাসন, ব্যবসা, পর্যটন এবং সাধারণ মানুষের জীবনে? এই প্রশ্নটি নিছক ভাব্ত্বিক নয়, বরং বর্তমান সময়ের বাস্তবতার গভীরে প্রােথিত এক গুরুতর সতর্কবার্তা।

ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থার বিবর্তনের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায় যে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংস্থার একচেটিয়া যুগ বহু আগেই শেষ হয়েছে। উদারী করণের পর থেকে বেসরকারি সংস্থাগুলি দ্রুতগতিতে এই ক্ষেত্র দখল করেছে, প্রতিযোগিতা বাড়িয়েছে, ভাড়ার কাঠামো বদলেছে এবং আকাশপথকে মধ্যবিত্তের নাগালেয় মধ্যে নিয়ে এসেছে। আজ যে অফিসকর্মী সকালে দিল্লিতে বৈঠক করে সন্ধ্যায় বেঙ্গালুরু ফিরতে পারেন, যে ছাত্র দূরবর্তী রাস্তায় পড়াশোনা করতে গিয়ে বছরে একাধিকবার বাড়ি আসতে পারেন, যে রোগী জরুরি চিকিৎসার জন্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মহানগরীর পৌঁছতে পারেন;এই সবই সম্ভব হয়েছে বেসরকারি

দেওয়ার পরে তিনি লণ্ডনে ফিরে গেলে সেখানেই বলে লর্ড ক্লাইভের দুটি মূর্তি তৈরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।লণ্ডন এবং কলকাতায় লর্ড ক্লাইভের জন্য কোনও পাবলিক মেমোরিয়াল ছিল না।লন্ডনের একটি অখ্যাত স্থানে লর্ড ক্লাইভের মূর্তি বসানো হয়। সেখানে গ্রীক রোমান রীতিতে গড়া ধ্রুপদী গোশাক পরানো ক্লাইভ মূর্তি ছিল। এটাকে রাজমিস্ত্রির হাতে গড়া মূর্তি বলে মনে করে লর্ড কার্জন জনসাধারণের টাকায় লণ্ডন এবং কলকাতায় দুটি মূর্তি তৈরি করার ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেন। তাঁর এই পরিকল্পনাকে সশ্রুটি সপ্তম এডওয়ার্ড ও প্রিন্স অব ওয়েলসের (পরে পঞ্চম জর্জ) সমর্থন দেন। লর্ড ক্লাইভের মূর্তি তৈরি করার জন্য ইংল্যান্ড এবং ভারতে দুটি কমিটি তৈরি করা হয়। লণ্ডনে এ নম্বর পেল মেল প্লেনের পাশিড্যাল লেনেভেন এবং কলকাতার সিবি বেলি ভারতের এবং ইংল্যান্ডের দুটি কমিটির সম্পাদক হন। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ওই দুই সম্পাদক ক্লাইভের মূর্তি গড়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করবেন। কলকাতায় ১১ নম্বর হেস্টিংস স্ট্রিটের গিণ্ডলি অ্যান্ড কোম্পানিতে ক্লাইভ তহবিলের দান গ্রহণের জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়। এছাড়া কল্যাণকটা হিস্টোরিক্যাল সোসাইটির কোষাধ্যক্ষকেও দেওয়া হয় টাদার কোষাধ্যক্ষের। ভারতের রাজা মহারাজা এবং জমিদার শ্রেণিরা ক্লাইভের তহবিলে অর্থ দান করে। তাছাড়া কার্জনের আবেদনে সাড়া দিয়ে ব্রিটিশ সিভি লিয়ানরাও তহবিলে দান করে। কট টাকার সংগ্রহ হয়েছিল তার খবর জানতে পারা যায়। তবে অনুমান করা হয় ৩২৭০ পাউণ্ড সংগ্রহ হয়েছিল।তাই বেশিও হতে পারে। দুই বছর বাদে জন টুইডুকে মূর্তি গড়ার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ১৯০৯ সালে টুইডুর সঙ্গে ক্লাইভের দুটি মূর্তি গড়ার চুক্তি করা হয়। ভারত ও ইংল্যান্ড থেকে সংগৃহীত অর্পের সাহায্য নিয়ে দুটি মূর্তি এবং একটি ‘পোর্টেটো মেডালিয়ন’ গড়া হয়। ওয়েস্ট মিনিস্টারের গির্জায় এখনও ‘পোর্টেটো মেডালিয়ন’ রয়েছে। টুইডুর দুটি মূর্তি গড়েছিলেন একটি ব্রোঞ্জের আর অপরটি হল শ্বেতপাথরের।লণ্ডনে কিং চার্লস স্ট্রিটে হোয়াইট হলপে সাজানো হয় ব্রোঞ্জ মূর্তিটি। লণ্ডনের ব্রোঞ্জ মূর্তির আদলে তৈরি করা হয়েছিল শ্বেত পাথরের মূর্তিটি। ক্লাইভ মেমোরিয়াল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কলকাতার কোনও রাস্তায়ক্লাইভের মূর্তি না বসিয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে মূর্তিটি গড়া হবে। লর্ড ক্লাইভকে প্রকাশ্য স্থানে বসানোর ব্যাপারে রাজি ছিলেন না লর্ড কার্জন। কার্জনের পরিকল্পনা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল গড়ে

সরবরাহের উপর নির্ভরশীল থাকাগুলি তীর ক্ষতির মুখে পড়বে। শেয়ারবাজারেও তার প্রতিফলন ঘটতে সময় লাগবে না, কারণ বিনিয়োগকারীরা অস্থিরতার আশঙ্কায় পিছু হটবেন। পর্যটন শিল্প এই ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না, তা নিয়ে গভীর সন্দেহ থেকেই যায়। ভারতের বহু রাজ্যের অর্থনীতি আজ পর্যন্তের উপর নির্ভরশীল;হিমালয়ের পাহাড়ি রাজ্য থেকে শুরু করে উপকূলবর্তী অঞ্চল, ঐতিহাসিক শহর থেকে বনাঞ্চল;সবখাতের বিমান যোগাযোগ পর্যটনের মূল চালিকাশক্তি। উড়ান বন্ধ হলে হোটেল, রেস্টোরাঁ, টুর অপারেটর, স্থানীয় পরিবহন এবং অসংখ্য ক্ষুদ্র ব্যবসা একসঙ্গে কয়েকটে পড়বে। এই ক্ষতি শুধু সংখ্যায় নয়, কর্মসংস্থানের দিক থেকেও ভয়াবহ হবে। সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব পড়বে সাধারণ মানুষের জীবনে, বিশেষত সেই অংশের উপর যারা ইতিমধ্যেই প্রান্তিক। জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক অনেক সময় জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দেয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য সময়ের সঙ্গে লড়াই, দুর্যোগকালীন দ্রাণ পৌঁছানো, দুর্গম অঞ্চলে প্রশাসনিক সহায়তা;এই সবকিছুর জন্য দ্রুত বিমান যোগাযোগ অপরিহার্য।সেসরকারি উড়ান বন্ধ হলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবস্থার সীমিত সক্ষমতা দিয়ে এই বিশাল চাহিদা মোটোনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। এই কল্লিত কিস্তি সভাব্য পরিস্থিতি আমাদের আরও একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়:ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা কি অতি মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে?

ইতিমধ্যেই প্রান্তিক। জরুরি চিকিৎসার ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক অনেক সময় জীবন ও মৃত্যুর পার্থক্য গড়ে দেয়। অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য সময়ের সঙ্গে লড়াই, দুর্যোগকালীন দ্রাণ পৌঁছানো, দুর্গম অঞ্চলে প্রশাসনিক সহায়তা;এই সবকিছুর জন্য দ্রুত বিমান যোগাযোগ অপরিহার্য।সেসরকারি উড়ান বন্ধ হলে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যবস্থার সীমিত সক্ষমতা দিয়ে এই বিশাল চাহিদা মোটোনা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। এই কল্লিত কিস্তি সভাব্য পরিস্থিতি আমাদের আরও একটি প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়:ভারতের বিমান পরিবহণ ব্যবস্থা কি অতি মাত্রায় একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে?

ভারতের বাইরে স্বাধীনতা আন্দোলনের জোয়ার

রামশঙ্কর সরকার

বিলাতে ১৯১০ সালে ২১ ডিসেম্বর সাভারককে থেফতার করা হল পলাতক অপরাধী আইনে। সেই সময় সাভারকরের দুই শিষ্য ভিভিএস আয়ার এবং বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইংল্যান্ডে খুবই গুরুত্বপূর্ণ নেতা ছিলেন। তাঁরা আর লণ্ডনে থাকতে পারলেন না। তাঁদের তখন লণ্ডনে বিপ্লবী আন্দোলন করা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে ছিল। ব্রিটিশ পুলিশ তাঁদের ওপরে নজর রাখা থেকে শুরু করে বন্ধে বন্ধে বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কোনও রকমভাবে ব্রিটিশ সরকার বিরোধী কথা বলা, আলোচনা করা এমনকী সভা করার ওপরে বাধা আসতে শুরু করে দিয়েছিল। ফলে লণ্ডনের বিপ্লবী মন্ত্রে বিশ্বাসী ভারতীয়ারা লণ্ডন তাগ্য করে প্যারিসে গিয়ে বসবাস করতে শুরু করেন। এই সব ভারত স্বাধীনতাকামী বিলাতের বাসিন্দারা ১৯১০ সাল জুন মাসের প্যারিসে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁরা সেখানেই ভারতের বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেন। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ফ্রান্সে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। ইংল্যান্ড যখনই বিপ্লবীদের ধরপাকড় করতে শুরু করে দিয়েছিল তখন ভারতীয় বিপ্লবীরা বাংলাচন্দননগরেআশ্রয় গ্রহণ করতেন এবং বিলাতে ভারতীয় বিপ্লবীরা প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিতেন। বিপ্লবী অরবিন্দ ফরাসি উপনিষদে চন্দননগরে ছিলেন। পরে তিনি ফরাসি উপনিবেশ পণ্ডিতেরীতে চলে যান। বাংলার বিপ্লবী মেদিনপুর শাখা যুগান্তর দলের সদস্য হেম চন্দ্র কননুগো নিয়ে সম্পত্তি বিক্রি করে অর্থ সংগ্রহ করে ফরাসি দেশে দিয়েছিলেন বোমা নির্মাণ করা শিখতে। ফরাসিতে বিশেষ করে প্যারিসে দুইজন ভারতীয় বিপ্লবীদের সমর্থক বসবাস করতেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন কাথিয়াওয়ার রাজপুত এস আর রানা এবং মুম্বইয়ের পার্শি মিসেস ভি আর কামা। ভারতীয় বিপ্লবীদের সমর্থন করে উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছিলেন রানাজি। তিনি সব সময় ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পাশে থেকেছেন। মেদিনীপুরের হেমেন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ সালে প্যারিসে বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ নিতে উপস্থিত হলেন। তখন তাঁকে রানাজি সহযোগিতা দিয়েছিলেন নিজের বাড়িতে।সঙ্গে থাকতেন পি এম বাপাতা রানাজি রাশিয়া এবং পোলিশ ভাষায় বোমা ফরমুলাকে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তর করে হেমচন্দ্রের হাতে তুলে দিতেন। লালো লাজপত রায়তে ব্রিটিশ ভারত থেকে নির্বাসন দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তার প্রতিবাদে ১৯০৭ সালে ১১

পাঠকদের দরবার

জগতে পাপ পূণ্য

বেদান্ত দাশগুপ্ত

‘পাপ’ কথাটাকে যদি বিশ্লেষণ করা যায়, তবে সত্যি কি তার ভেতর থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়, যার থেকে বোঝা যায় সভ্যকারের এ ব্যাপারটা কী? এর একটা ভাবমূর্তি ছোটবেলা থেকেই সবার মনের ভেতর গড়ে ওঠে, শৈশব কৈশোর আর যৌবনকে পায়ে পায়ে ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের দ্বার প্রান্তে এসে, পিছে ফেলে আসা স্মৃতির গহনতম প্রদেশে দুস্তাপিত করেছিল সেই ভাবমূর্তিটাকে আর বাস্তবরূপে দেখতে পেলাম না। তথাপি সেই কবিতার ভেতরে। ‘আমার কবিতা আমি জানি গেলেও বিচিত্র পথে হয় নাই সে সর্বগ্রামী’ এ-স্বীকৃতি সেই বিবেকদংশনে জর্জরিত কবিরনেরইে বিহঃপ্রকাশ। তাহলেই বোঝা যাচ্ছে যে পাপের গণ্ডীকটো বিস্তৃত। আবার বয়সের ম্যচারিটিক সঙ্গে সঙ্গে যে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন হয়, তার সঙ্গে পাপের রূপনাও পরিবর্তিত হয়ে যায় যে কাজ ছোট বয়সে অনায়াসে করে ফেলা যায়, বড় হয়ে গেলে আর কাজ কোন মতেই করা সম্ভব হয় না। স্বামী বিবেকানন্দ কোনও বসনে পাপ পূণ্য নিয়ে কথা বলতেন না। তিনি বলতেন পাপ পূণ্য বলে কোনও শব্দ নেই। এই সব শব্দকে ব্যবহার করা হয়েছে মানুষকে ছোট বড় করার জন্য। মহৎ মানুষ পূণ্য অর্জন করে। আর অন্যান্য কাজ লিপ্ত ব্যক্তির পাপ অর্জন করে থাকে। ভালো কাজ করলে পূণ্য হবে। খারাপ কাজ করলে পাপ হবে এই বোধটা সেদিন স্বামীজিকে বিনা বাকব্যয়ে আদালতের দেওয়া সাঙ্গা মাথা পেতে নিতে বাধ্য করেছিল। তা হলেই বোঝা যাচ্ছে যে কী সুক্ষ, পাপের সংজ্ঞা। আর এর বিস্তৃতি? সে তো সর্বক্ষেত্রে ছড়িয়ে আছে। আসলে বিবেকের দংশনটাই বড় কথা। বিবেকানন্দের ভাষায় দুর্বলতার অপর নামই পাপ। অর্থাৎ

মে মাদাম কামা এবং রানাজি উভয় মিলে একটি বিশাল জনসমাবেশের আয়োজন করে প্যারিসে। বিপ্লবী মাদাম কামা যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন ভারতের ‘সশস্ত্র সংগ্রামকে সমর্থন করে সেই সবগুলি ছাপিয়ে বিলাতে প্রচার করতে শুরু করেন। তার ফলে তিনি ব্রিটিশ শক্তির একটি শত্রুতে পরিণত হন। সেই সময়ে বহু ভারতীয়া কামার এই কর্মকাণ্ডকে চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর্থিক সাহায্য করতে থাকে। ১৯১৪ সালে ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকা প্রকাশ করে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করেন। তিনি বহু সময়ে বিপ্লবীদের পরামর্শ দিতেন এবং আর্থিক সাহায্য করতেন। মাদাম কামা ছিলেন একজন আধ্যাত্মিকবাদে বিশ্বাসী মহিলা। যদিও তিনি অ্যাসে হত্যার (জুন ১৯১১) সঙ্গে জড়িত ছিলেন না তবুও তাঁর লিখিত প্রবন্ধগুলি যা ‘বন্দে মাতরম’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তা আদালতে তথ্য প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা হয়। ১৯১১ সালের এপ্রিল মাসের ‘বন্দে মাতরম’ সংখ্যায় তিনি নাসিকে জ্যাকসন হত্যা (১৯০৯), কলকাতায় প্রধান সেন্টস্বেল শ্রীশ চক্রবর্তী হত্যা (১৯১১) এবং ডালহৌসি ক্ষেয়ারে বোমা বিস্ফোরণ নিয়ে তাঁর লেখা আদালতের নজর এড়াননি। সেখানে লেখা ছিল “Dealing with villians like these, an Indian must throw to the winds all the ordinary rules of warefare..In a meeting or in a bungalow, on the railway or in a carriage, in a shop or in a church, in a garden or a fair, whenever an opportunity comes, Englishmen ought to be killed.. The great Nana Sahib understood this, our friends the Bengal have also begun to understand (Two Great Indian Revolutionaries - Rash Behar Bose & Jyotindra Nath Mukherjee by Uma Mukherjee. P-73-74) ”। মাদাম কামার আর একটি কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে তিনি ১৯০৭ সালে ১৮ আগস্ট নিজের হাতে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরি করে জার্মানির স্ট্রুটারগার্ডতে ‘ ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট কনফারেন্স’তে যোগদান করীন এবং সেখানে ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে আকর্ষণীয় বক্তব্য রেখেছিলেন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ শুরু হলে রানাজি এবং কামাকে অন্তরীণ থাকতে হয়।

বাম রাজনীতির এক অধ্যায়ের অবসান প্রয়াত প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন্দ্র কিস্কু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়ান বাম নেতা উপেন্দ্র কিস্কু প্রয়াত হয়েছেন। বুধবার গভীর রাতে বাঁকু ডার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তাঁর প্রয়াণে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে নেমে এসেছে গভীর শোকে। বৃহস্পতিবার সকালে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় সিপিএমের বাঁকুড়া

সংগঠিত হয়েছিল, তা পরবর্তীকালে ‘কেন্দু পাতা আন্দোলন’ নামে পরিচিত হয়। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই উপেন্দ্র কিস্কুর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে। পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হলেও, আদিবাসী সমাজের জীবন-জীবিকা ও অধিকার রক্ষার প্রস্নে তিনি রাজনীতির ময়দানে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করেন। দলের সর্বক্ষণের কন্ঠী হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি নিজের চাকরি ছেড়ে দেন।



জেলা কার্যালয়ে, যেখানে দলীয় পতাকায় আচ্ছাদিত করে তাকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপেন্দ্র কিস্কু ছিলেন জঙ্গলমহল এলাকার রাজনীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সত্তরের দশকে বাঁকুড়া জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, তার অন্যতম প্রধান মুখ ছিলেন তিনি। কেন্দু পাতা সংগ্রহ ও বিক্রির ন্যায্য মূল্য আদায়, বিডি শিল্পে যুক্ত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষা এবং শ্রমজীবী মানুষের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার দাবিতে যে আন্দোলন

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বাঁকুড়া জেলার বামপন্থী রাজনীতিতে তিনি এক পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। ১৯৭৭ সালে প্রথমবার রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন উপেন্দ্র কিস্কু। এরপর একটানা আটবার ওই কেন্দ্র থেকে মানুষের রায়ে বিধানসভায় পৌঁছন তিনি-যা রাজ্যের রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নজির। ২০১১ সালে রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হলেও রাইপুর বিধানসভা কেন্দ্রে নিজের অবস্থান অটুট রাখতে সক্ষম

হন তিনি। সেই নির্বাচনেও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বীকে বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে জয়লাভ করেছিলেন তিনি। ১৯৮২ সাল থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ২৪ বছর রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রীর দায়িত্ব সামলান উপেন্দ্র কিস্কু। এই সময়কালে আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিক্ষা, সামাজিক সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়। তাঁর অন্যতম উল্লেখযোগ্য অবদান ছিল ‘আদিবাসী অধিকার মঞ্চ’ গঠনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করা। তাঁর উদ্যোগেই জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন এবং আদিবাসী সমবায় গঠনের কাজ এগিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও আত্মনির্ভরতার ভিত গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল বলে দলীয় সূত্রে জানা যায়। ২০১৬ সালের পর তিনি সরাসরি সংসদীয় রাজনীতিতে সক্রিয় না থাকলেও দলীয় সংগঠনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। শেষদিন পর্যন্ত সিপিএমের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন তিনি। নিয়মিত যাতায়াত করতেন রাইপুরের দলীয় কার্যালয়ে এবং স্থানীয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পরামর্শ দিতেন। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, কয়েক দিন আগে বাড়িতে পড়ে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন উপেন্দ্র কিস্কু। ওই দুর্ঘটনার পর তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের সদস্যরা তাকে দ্রুত বাঁকুড়ার একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্রেমে না! ভয়ঙ্কর পরিণতি ঠাকুরপুকুর কলেজের ছাত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিষ্ণুপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ কলেজ ছাত্রীকে বিষ খাওয়ানোর অভিযোগ। কাটগড়ায় প্রতিনেশী যুবকা ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দক্ষিণ ২৪ পরগণা বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত রঘুদেবপুরে। অভিযুক্তের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা, ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুণ। একইসঙ্গে আবার পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন এলাকার লোকজন।

বিশাল। প্রায়শই রাস্তা আটকে উভাত্ত ও করতো। এরইমধ্যে গত ২৫ নভেম্বর ঘটে যায় ভয়ঙ্কর ঘটনা। ওইদিন রাস্তা আটকে জোর করে পানীরের সঙ্গে কীটনাশক খাইয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। তরুণী বাড়ি ফিরে মাকে সবটা জানালে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তারপর থেকেই চলছিল চিকিৎসা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মৃত্যুর কোলেই ঢোলে পড়লেন তিনি। এদিকে মৃত্যুর খবর চাউর হতেই



আশঙ্কাজনক অবস্থায় চন্দ্রানি নন্দুর নামে ওই কলেজ ছাত্রীকে উদ্ধার করে বাবুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও শেষ রক্ষা হয়নি। বিগত কয়েকদিন সেখানে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েও শেষ পর্যন্ত জীবনটা চলেই গেল ঠাকুরপুকুর বিবেকানন্দ কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী। যদিও ঘটনার সূত্রপাত ৫ মাস আগে। ছাত্রীর পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে এলাকার লোকজনের অভিযোগ, দীর্ঘদিন থেকে ওই কলেজ ছাত্রীকে প্রেমের প্রস্তাব দিতেন বিশাল নন্দুর নামে ওই যুবক। কিন্তু ওই তরুণী কোনওভাবেই তাতে রাজি ছিলেন না। তাতেই রেগে লাল হয়ে যায়

এলাকায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এলাকার লোকজন ব্যাপক ভাঙচুর চালান অভিযুক্তের বাড়িতে। ধরিয়ে দেওয়া হয় আগুন। এ ঘটনায় দু’জনকে আটক করেছে পুলিশ। অন্যদিকে ঘটনায় মূল অভিযুক্ত বিশাল ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা পলাতক। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। মৃত্যুর মা নন্দরানি নন্দুর বলছেন, “আমার মেয়েটা সেদিন কম্পিউটার ক্লাসে গিয়েছিল। ফেরার পথেই ওই ঘটনা ঘটে। বিশালই কোন্ড ড্রিন্কার সঙ্গে ওকে বিষ খাইয়ে দিয়েছিল। ওই মেয়েটা আমার পিছনে অনেকদিন থেকে লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত ও সর্বনাশ করে দিল।”

পুকুর থেকে উদ্ধার মা-মেয়ের দেহ, চাঞ্চল্য দুবরাজপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, দুবরাজপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ সাতসকালে ভয়ঙ্কর ঘটনা। বীরভূমের দুবরাজপুরে পুকুর থেকে উদ্ধার মা ও মেয়ের নিখর দেহ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য দুবরাজপুর পৌরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কৌলপাড়াতে। এই এলাকাতেই রয়েছে মোড়ল পুকুর।

নেমে তল্লাশি শুরু করে দেন। ফেলা হয় জাল। তারপরই সেখানে থেয়ে তাঁর মেয়ে বৃষ্টির দেহ উদ্ধার হয়। চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির মধ্যেই খবর চলে যায় দুবরাজপুর থানার পুলিশের কাছেও। দ্রুত পুলিশের বড় টিম এলাকায় চলে যায়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে তদন্ত শুরু হয়। কিন্তু



সেখান থেকেই উদ্ধার হয়েছে মালা হাজরা ও তাঁর মেয়ে বৃষ্টি হাজরার দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, গত দু’দিন ধরে তাঁদের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। এলাকার অন্যত্রও খোঁজ চালায় পরিবারের সদস্যরা। কিন্তু কোথাও দেখা মেলেনি। তাতেই পরিবারের পাশাপাশি এলাকাবাসীর মধ্যেও উদ্বেগ বাড়ে। এদিন সকালে স্থানীয় বাসিন্দারাই প্রথমে মোড়ল পুকুরে মালা হাজরার দেহ ভাসতে দেখেন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই জমে যায় ভিটা। তখনই শুরু হয় মেয়ের খোঁজ। কিন্তু কোথাও মেয়ের খোঁজ না মেলায় স্থানীয় বাসিন্দারাই পুকুরে

কীভাবে এ ঘটনা ঘটান তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। কোনওভাবে তাঁরা পুকুরে পড়ে গিয়েছিলেন নাকি অন্য কোনও ঘটনা তা নিয়ে তৈরি হয়েছে চাপানউতোর। এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ভান্ডার ঘোষ বলছেন, “দু’দিন থেকেই ওদের কোনও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল। থানাতেও নিখোঁজ ডায়েরি হয়। আজ সকালে পুকুরে মালা হাজরাকে ভাসতে দেখা যায়। ওকে উদ্ধার করার ঘটনা দেখেই পুরে বাচ্চাটির খোঁজ মেলে। পুলিশ মহানতদন্ত করছে। রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ জানা যাবে।”

জুতো পড়ে মাল্যদান মানেই কি অশ্রদ্ধা? শুরু জোর বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ২৫ ডিসেম্বরঃ মনীষীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে প্রচলিত রীতি ভাঙলেই কি তা অশ্রদ্ধা হয়ে ওঠে? নাকি শ্রদ্ধার প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে মানুষের মনোভাব ও আচরণে? বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশিষ্ট ভাষাবিদ সুকুমার সেনের ১২৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্থ্য অর্পণ ঘিরে সেই প্রশ্নই নতুন করে সামনে এসেছে। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ ও সাহিত্য অকাদেমির উদ্যোগে সুকুমার সেনের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে একটি আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সভাপতি অরোজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন আর্টস ফ্যাকাল্টির ডিন পার্থপ্রতিম দাস। উপাচার্য এ দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত না-থাকায় ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন তিনি। অনুষ্ঠান শুরুর আগে বাংলা বিভাগের সামনে থাকা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তিতে মালা দেওয়ার অর্থনৈতিক সর্বস্বি একে একে পুষ্পার্থ্য অর্পণ

করেন। এই শ্রদ্ধা নিবেদন পর্ব থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরে বিতর্কের সূত্রপাত। পুষ্প অর্পণের সময়ে জুতো পরে ছিলেন বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অলোককুমার চক্রবর্তী। এই বিষয়টি নিয়েই শুরু হয় আলোচনা। একাংশের মতে, জুতো পরে মনীষীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করা অশ্রদ্ধারই নামান্তর। এমন কথাও বলা যায় যে, এই আচরণের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি অপমান করা হয়েছে। তবে এই অভিযোগ মানতে নারাজ অলোককুমার চক্রবর্তী। বুধবার তিনি ফোনে বলেন, “আমি ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছি। কোনও ভাবেই ফুল ছুঁয়ে দিইনি। আমি কেন জুতো পরে ছিলাম, তা নিয়ে অযথা বিতর্ক তৈরি করা হচ্ছে। আমার মতে, বঙ্কিমচন্দ্র একজন দেশপ্রেমিক, সাহিত্যিক, দূরদ্রষ্টা এবং উনিশ শতকের নবজাগরণের অন্যতম অগ্রদূত। বঙ্কিমচন্দ্র একজন মানুষ। আমি কোনও দেবমূর্তি বা দেবমন্দিরে পুষ্প অর্পণ করিনি, যে জুতো খুলতে হবে। আমরা কি কোনও মানুষকে প্রণাম করার সময়ে জুতো খুলে প্রণাম করি?” ঘটনাটি নিয়ে ভিন্নমত প্রকাশ

করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, “আমাদের বিভাগের হোয়াটসঅ্যাপ



গ্রুপে ছবিটি দেখেছি। যদিও ছবিটির সত্যতা যাচাই করিনি। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে এই ঘটনা সমর্থনযোগ্য নয়। এটি আমাদের বঙ্গ সংস্কৃতি ও পরম্পরার বিরোধী। মঙ্গলবার আমি বিভাগে উপস্থিত ছিলাম না, তবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের নজর এ ভাবে কী করে এটিয়ে গেল, তা বুঝতে পারছি না।” একই সুর বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা। সঙ্গীতা। সান্যালের। তিনি বলেন, “আমাদের

বিভাগের গ্রুপে ছবিটি দেখেছি। যদি ছবিটি সত্য হয়ে থাকে, তবে আমি এটি সমর্থন করছি না। অনুষ্ঠানের দিন আমি বিভাগে উপস্থিত ছিলাম

না। সামনে থাকলে নিশ্চয়ই বিভাগীয় প্রধানের এই তুল ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতাম।” বাংলা বিভাগের আরও দুই অধ্যাপক রমেন সার ও শ্যামলচন্দ্র দাস একই প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য এক অধ্যাপক অংশুমান কর বিষয়টিকে আরও সংঘত দৃষ্টিতে দেখছেন। তিনি বলেন, “ভারতবর্ষে মনীষীদের শ্রদ্ধা জানানোর ক্ষেত্রে সাধারণত জুতো খুলে মাল্যদান করা

খসড়া ভোটের তালিকায় জীবিতকে ‘মৃত’ ঘোষণা



এ দিন শববাহী গাড়িতে উঠে সবার নজর কেড়েছেন তিনি। এর আগে হুগলির ডানকুনি পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার

আশিস ওই এলাকার বাসিন্দা। কমিশন তাকে মৃতের তালিকায় রাখায় বিস্মিত হচ্ছেন প্রতিবেশীরা। আশিস বলেন, “আমি বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে বহুবার ভোট দিয়েছি। স্বাধীনতার পর থেকে আমরা এখানে বসবাস করছি। আমি এনিউমারেশন ফর্ম ঠিকঠাক ভাবেই পূরণ করে জমা দিয়েছি। তার পরেও খসড়া তালিকায় কী ভাবে আমাদের মৃতদের তালিকায় রাখা হলো, বুঝতে



দিব্য জীবিত রয়েছেন। গত প্রায় ৫০ বছর ধরে হুগলির উত্তরপাড়ার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন আশিস। আর পাঁচজনের মতোই তিনিও এনিউমারেশন ফর্ম পূরণ করে বিএলও-এর কাছে জমা দিয়েছিলেন। ২০০২ সালের ভোটের তালিকাতেও তাঁর নাম ছিল। কিন্তু খসড়া ভোটের তালিকা বেরোনের পরে দেখা যায়, তাকে মৃত হিসেবে দেখানো হয়েছে। সেটা দেখার পরে স্বাভাবিকভাবেই তিনি কিছুটা হতভম্ব হয়ে যান। তারই প্রতিবাদ জানাতে

সূর্য দে-কেও খসড়া ভোটের তালিকায় মৃত বলে দেখানো হয়েছিল। তার প্রতিবাদ জানাতে তিনি সটান শ্মশানে পৌঁছে গিয়েছিলেন। তা থেকে আরও। একথাও এগিয়ে এ বার শববাহী গাড়িতে উঠে নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন আশিস। এ ব্যাপারে শ্রীরামপুরের মহকুমা শাসক শতদীপ সরকার বলেন, “বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা করছি।” স্থানীয়রা জানিয়েছেন, অনেক বছর ধরেই

পারলাম না। এর প্রতিবাদ জানাতেই আমি শববাহী গাড়িতে ঢুকেছি। তবে বিষয়টি জানা মাত্রই বিএলও নিজের ভুল স্বীকার করেছেন।” জেলার শ্রীরামপুর সাংগঠনিক তৃণমূলের সভাপতি তথা চাঁপদানির বিধায়ক অরিন্দম গুই বলেন, “বিজেপি নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে ভোটের তালিকা সংশোধনের নামে বৈধ ভোটের নাম বাদ দেওয়া ও জীবিতদের মৃত দেখানোর ষাটস্কে লিপ্ত হয়েছে। এই ভাবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতা দখল করতে পারবে না।”

রহস্যজনকভাবে বিএলও উধাও, বাড়িতে পড়ে মোবাইল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাটোয়া, ২৫ ডিসেম্বরঃ শুনানির আগেই নির্ণোজ বিএলও। গত দু’দিন ধরে মিলাছে না খোঁজ। বাড়িতেই পড়ে রয়েছে বিএলও-র পরিচয় পত্র। বিভিন্ন এসআইআর সংক্রান্ত কাগজপত্রও পড়ে রয়েছে। এসআইআর প্রক্রিয়ার জনশুনানির আগেই বিএলও-র নির্ণোজ হওয়ার ঘটনায় এলাকায় মোহগোল পড়ে গিয়েছে। বিএলও-র খোঁজে শুরু হয়েছে প্রশাসনিক তৎপরতাও। পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া ১ নম্বর ব্লকের খাজুরডিহি পঞ্চায়েতের বিকিহাট এলাকার বাসিন্দা অমিত কুমার মণ্ডল। তিনি পেশায় শিক্ষক। কেতুগ্রামের উদারনপুর প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কাটোয়া বিধানসভার ২৬ নম্বর বুথের বিএলও-র দায়িত্বে রয়েছেন তিনি। পরিবারের দাবি, গত মঙ্গলবার বেনা ১০টা নাগাদ বাজার থেকে বাড়ি ফিরে মোটরবাইকটা রেখে আবার বেরোন ওই বিএলও। বাড়িতে বলে যান বিএলও মিটিং আছে বলে। বিকেল পেরিয়ে যাওয়ার পর তাকে ফোন করেও যোগাযোগ



করতে পারেনি পরিবার। খোঁজ শুরু করতে পরিবারের সদস্যরা দেনে, বাড়িতেই পড়ে রয়েছে অমিত কুমার মণ্ডলের মোবাইল, বিএলও-র পরিচয় পত্র ও এসআইআর সংক্রান্ত কাগজপত্র। পরিবারের তরফে বিভিন্ন জায়গায় ওই ব্যক্তির খোঁজ করা হয় বিভিন্ন জায়গায়, আত্মীয়দের বাড়িতেও। ওই দিনই রাতে কাটোয়া থানায় নিখোঁজ ডায়েরি করা হয় পরিবারের তরফে। তিন দিন হতে চলল, এখনও কোনও খোঁজ নেই। কীভাবে অমিত কুমার মণ্ডল নিখোঁজ হয়ে গেলেন, তা নিয়ে বাড়িতে রহস্য। নিখোঁজ হওয়ার কারণ নিয়ে পরিবারও রয়েছে ধোঁয়াশা। কারণ অজানা। তবে এই মুহুর্তে দৃষ্টান্তীয় দিন কাটছে সবাই। পরিবারের দাবি, বিএলও দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে একটি চাপে ছিলেন। অমিত কুমার মণ্ডলের ২৬ নম্বর বুথে ৬৪১ জন ভোটার রয়েছেন। শুনানির জন্য ৩৬ জন ভোটারের নোটস বিলি করেছে তিনি। মাত্র দু’দিন পর থেকেই শুনানি শুরু হবে। সেখানে বিএলও হিসেবে অমিত কুমার মণ্ডলের উপস্থিতি থাকা বাধ্যতামূলক। কিন্তু তার আগেই তাঁর নিখোঁজ হওয়ার ঘটনায় বিভ্রম্ভনার প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে কাটোয়া মহকুমাসািক অনিবার্ণ বসু সংবাদমাধ্যমের সামনে কোনও প্রতিক্রিয়া না দিলেও, মৌখিকভাবে জানিয়েছেন বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, খড়গপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসক ও নার্সদের গাফিলতির অভিযোগে গর্ভস্থ সন্তানের মৃত্যু ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। শোকসন্তর পরিবারের সদস্যরা অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির দাবি তুলেছেন। ঘটনার জেরে কিছু সময়ের জন্য হাসপাতাল ছেড়ে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলে উল্লেখ করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বুধবার সকালে প্রসব বেদনা নিয়ে মামনি মুখোপাধ্যায়কে খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অভিযোগ, ভর্তি হওয়ার পর দীর্ঘক্ষণ তাঁকে হাসপাতালের বেডে ফেলে রাখা হয় এবং প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা পর্যবেক্ষণ ঠিকমতো করা হয়নি। ধীরে ধীরে গর্ভবতী মায়ের শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে শুরু করে। পরিবারের দাবি, এই অবনতি সম্পর্কে একাধিকবার নার্সদের জানানো হলেও বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বরং অভিযোগ উঠেছে, বারবার জানানোয় নার্সদের তরফে আপত্তিকর মন্তব্য করা হয় এবং বলা হয় এতে তাঁদের ঘুমের ব্যাধাত ঘটছে। এই আচরণে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বৃহস্পতিবার ভোরে অবস্থার আরও অবনতি হলে অবশেষে মামনিকে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকদের তরফে জানানো হয় যে গর্ভস্থ



সন্তানের আর প্রাণ নেই। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। তাদের অভিযোগ, সময়মতো চিকিৎসা এবং সঠিক নজরদারি হলে এই মৃত্যু এড়ানো সম্ভব ছিল। গৃহবধুর মা সুধমা মুখোপাধ্যায় বলেন, “নার্স ও চিকিৎসকের গাফিলতিতে আমার নাতির গর্ভস্থ অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে। আমি এদের শাস্তি চাই।” পারিবারিক সূত্রে আরও জানা যায়, মামনির শ্বশুরবাড়ি দাসপুর থানার নাডাজল এলাকার সিংঘাঘাই গ্রামে। বাপের বাড়ি খড়গপুর শহরের তালবাগিচা এলাকা। গর্ভাবস্থায় মেয়ের দেহভারের জন্য মা নিজেই তাঁকে বাপের বাড়িতে নিয়ে এসেছিলেন। ১৮ ডিসেম্বর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী মামনিকে প্রথমবার খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে তখন সন্তান প্রসবের তেমন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর বুধবার, ২৪ ডিসেম্বর সকালে ফের প্রসব যন্ত্রণা শুরু হলে তাঁকে আবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরইমধ্যে, সেই দিনও দীর্ঘক্ষণ তাঁকে বেডে ফেলে রাখা হয়। এই ঘটনায় খড়গপুর মহকুমা হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান হেমা চৌধুরী বলেন, “ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখজনক। পরিবারের অভিযোগ গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে। তদন্ত করে যা ব্যবস্থা নেওয়ার, তা নেওয়া হবে।”

সান্টার্কজের সাজে ঘুরছেন টোটো চালক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বানারহাট, ২৫ ডিসেম্বরঃ সান্টার্কজের সাজে ঘুরছেন টোটো চালক। বড়দিনের সাজে সান্টার্কজের নিজেস্ব টোটোকো আর সেই টোটো নিয়েই দিলেন অনন্য বার্তা। সেই ছবিই এখন ঘুরছে ডুয়াসে।

চিন্তাধ্বজ লোকমোটিভ ওয়ার্কস

সংশোধনী

টেভার নং ৭০/২৫/০০২৯ তারিখ ২০.১২.২০২৫। নিম্নলিখিত সংশোধনীটি “ডুবুঞ্জি-৯এচ শ্রেণির ফ্রেট ইলেকট্রিক লোকমোটিভের জন্য ইন্টিগ্রেটেড লোকমোটিভ স্কি” সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টি/কেন নং ৭০/২৫/০০২৯-এর পরিশিষ্টের প্রস্তুত করা হয়েছে, অর্থাৎ টেভার খোলার তারিখ (টিডিং থেকে) পুনর্নির্ধারিত হয়েছে। (বিদ্যমান) তারিখঃ ২৪.১২.২০২৫। এখন যেখানে পড়তে হবেঃ ২৪.০১.২০২৬।

PR#6270 এমএমএ/এইচটিবি/সিএনডব্লিউ/সিআরসি

অন্যান্য দায়িত্ব নং: www.facebook.com/clwralways

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

টেভার বিজ্ঞপ্তি নং: এসসিএল-এএনজি-১০১-২০২৫, তারিখ: ২৪-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের পিওয়া গেছে, সেগুলোর ভিত্তিতে শক্তিশালীকরণ কাজ (i) বিহার নং ৬৬৫ (বরাক নদী, লামডিং-বদরপুর) সেকশনে কিমি ১৬৬/১-৬), (ii) বিহার নং ০২ (বরাক নদী, হরগাঙ্গাল-জিরিয়ার সেকশনে কিমি ৫/৯-৪/২) এবং (iii) বিহার নং ১৩৩ (ধলেশ্বরী নদী, কাটাখাল-ভৈরবী) সেকশনে কিমি ৭৮/৪-৭)। টেভার মূল্য: ৪,২৫,৭৬,৪১৮.৫৪/- টাক; বায়া মূল্য: ৩,৬২,৯০০/- টাকা; টেভার বক্সের তারিখ ও সময় ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং টেভার খোলার তারিখ ও সময় ২০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরেই ই-টেভারের টেভার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিভারম (ডব্লিউ)/লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রন্থ দিতে মালদেব দেবায়

Office of the Kapasharia Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

(1) NIT No.: 2111/E-NIT/KGP/2025-26. SL. No. 1 to 4
(2) NIT No.: 2112/E-NIT/KGP/2024-25. SL. No. 1 to 2
(3) NIT No.: 2113/E-NIT/KGP/2025-26. SL. No. 1

Online Tenders are invited from experienced and resourceful bidders for the total 7(Seven) Nos. work. Date of uploading of asking documents as per NIT(online) on or before 15/01/2026 up to 03.00PM. Date of Opening of Tender (online) for Technical on 19/01/2026 at 03.00 P.M. For details please visit <https://wbttenders.gov.in>

Sd/- Pradhan
Kapasharia Gram Panchayat

কাটিহার ডিভিশনে এটিএম চুক্তি প্রদান

কাটিহার ডিভিশনে এটিএম স্থাপনের জন্য ই-নিলামের মাধ্যমে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। নিলাম ক্যাটালগ নং: এটিএম-কেআইআর-বিওই-কেএনই, একক দর: বার্ষিক লাইসেন্সিং ফি। দিন: ১৮-১২-২০২৫ তারিখে ১০:০০ টায়।

ক্র.সং.	লট নং/ক্যাটাগরি	নির্ধারিত
এ/১	এটিএম-কেআইআর-কেআইআর-জিইএন-১৩১-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল)	কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনে এটিএম চুক্তি প্রদান।
এ/২	এটিএম-কেআইআর-কেএনই-জিইএন-১৩৩-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল)	কিষাণগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশনে পাঁচ বছরের জন্য এটিএম চুক্তি প্রদান।
এ/৩	এটিএম-কেআইআর-বিওই-জিইএন-১৩২-২৫-১ (এটিএম-জেনারেল)	বারসেই রেলওয়ে স্টেশনে বিদ্যমান নির্ধারিত স্থান/কাঠামোতে এটিএম চুক্তি প্রদান (স্টেশন সার্ভিস সংযুক্ত স্কেড প্রান অনুযায়ী)।

লট বক্সের তারিখ ও সময়ঃ ০৭-০১-২০২৬ তারিখে ১০:০০ টায়। পরবর্তী লটগুলো বঙ্গ হরগার বারদান ১০ মিনিট। দ্রষ্টব্য: আগ্রহী দলগতদের আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য আইআইআইএস ওয়েবসাইটে www.ireps.gov.in ই-অকশন লিজ মডিউলটি খোলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

নিম্নের ডিএম/কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রন্থ দিতে মালদেব দেবায়

হাতে তৈরি ‘হাই ভ্যালু স্পেশালিটি টি’তে বদলের সুবাস, উত্তরবঙ্গের চা পৌঁছচ্ছে ইউরোপ-আমেরিকায়

মন্দা, উপাদান খরচ বৃদ্ধি ও বাজারের অনিশ্চয়তার মধ্যেও নতুন পন্থের সন্ধান পাচ্ছে উত্তরবঙ্গের চা শিল্প। বা মেশিননির্ভর উপাদান থেকে সরে এসে ক্ষুদ্র চা চাষি ও স্বনির্ভরিত গোষ্ঠীগুলি ফিরছে চায়ের আদি পদ্ধতিতে-হাতে তৈরি চায়ের। এই হাতের ছোঁয়া তৈরি বিশেষ চা আজ পরিচিতি পাচ্ছে ‘ভ্যালু স্পেশালিটি টি’ নামে, যার চাহিদা দ্রুত বাড়ে ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং সংলগ্ন একাধিক অঞ্চলে ইতিমধ্যেই হাতে তৈরি চায়ের উৎপাদন শুরু হয়েছে। কোচবিহারের জামালদহ, জলপাইগুড়ির রামশাই ও রংধামালি, দার্জিলিংয়ের সিংং-এই এলাকাগুলিতে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাই এই বিশেষ চায়ের কারিগর। পাহাড়ি এলাকায় প্রচলিত ‘হাত মলাই চা’র আদলে তৈরি হলেও এই চায়ের প্রক্রিয়ায় আধুনিকতার ছোঁয়াও রয়েছে। চায়ের গুণমান বজায় রাখতে কিছু ক্ষেত্রে মেশিনে পরিমাপ ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়, তবে অধিকাংশ কাজই হয় হাতে। এর ফলেই তৈরি হচ্ছে স্বাদ, গন্ধ ও মানে আলাদা পরিচিতি পাওয়া এক বিশেষ ধরনের চা। এই চায়ের বা বৈশিষ্ট্য হল-এটি কীটনাশকমুক্ত ও পরিবেশবান্ধব। ক্ষুদ্র চা চাষিদের দাবি, কোনও ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক ব্যবহার না করেই এই চা উপাদান করা হচ্ছে। ফলে স্বাস্থ্যসচেতন বৈদেশি ক্রেতাদের কাছে এই চায়ের গ্রহণযোগ্যতা দ্রুত বাড়ে। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে যেখানে নিরাপদ, অর্গানিক ও ট্রেসেবল পণ্যের চাহিদা বাড়ছে, সেখানে

উত্তরবঙ্গের এই হাতে তৈরি চা নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়েছে। মতে, সঠিক ব্র্যান্ডিং ও সরাসরি রপ্তানির সুযোগ পেলে এই দাম আরও বাড়তে পারে। এতে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র চা চাষিদের আয় বাড়বে, তেমনই উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের সামগ্রিক ভাবমূর্তিও বদলাবে। তবে এই সাফল্যের

বিশেষভাবে সমাদৃত, আর অর্থোডক্স টি ঐতিহ্যবাহী স্বাদ ও গুণের জন্য চা-রসিকদের কাছে আকর্ষণীয়। এই তিন ধরনের চা মিলিয়ে বছরে উপাদান এখনও খুব বেশি নয়-প্রায় এক হাজার কেজির মতো। কিন্তু কম উৎপাদন সত্ত্বেও এই চা বিদেশের বাজারে মেশিনে তৈরি চায়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে। উৎপাদন কম হলেও হাতে তৈরি হওয়ার কারণে এই চায়ের দাম তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। বিদেশের বাজারে প্রতি কেজি দেড়

হাজার থেকে দুই হাজার টাকা দামে এই চা বিক্রি হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, সঠিক ব্র্যান্ডিং ও সরাসরি রপ্তানির সুযোগ পেলে এই দাম আরও বাড়তে পারে। এতে একদিকে যেমন ক্ষুদ্র চা চাষিদের আয় বাড়বে, তেমনই উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের সামগ্রিক ভাবমূর্তিও বদলাবে। তবে এই সাফল্যের

করাও কঠিন হয়ে পড়ছে। কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান শ্মল টি প্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী এই সমস্যার কথা স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর কথায়, আমরা পরিবেশবান্ধব ও নিরাপদ চা তৈরি করে সরাসরি বিদেশের বাজারে পাঠাতে চাই। কীটনাশক ছাড়া চা উৎপাদনের দিকে আমরা জোরে দিচ্ছি। হাতে তৈরি এই চায়ের ইল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে চাহিদা রয়েছে। কিন্তু উত্তরবঙ্গ থেকে সরাসরি রপ্তানির সুযোগ না থাকায় মাঝখানে অন্য সংস্থাগুলি লাভ তুলে নিচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ক্ষুদ্র চা চাষিদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলোর জন্য এক্সপোর্ট লাইসেন্স বা ‘লাইসেন্স’ পাওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লক্ষ্য একটাই-উপাদকরা যেন নিজেরাই সরাসরি বিদেশের বাজারে তাদের চা পাঠাতে পারেন। পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে, যাতে কোনও বড় সংস্থা এই হাতে তৈরি চা কিনে নিজেদের ব্র্যান্ড নামে বাজারজাত করতে না পারে। সেই উদ্দেশ্যে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিই পাকেটিং করে ‘ব্র্যান্ড নামে এই চা বিদেশে পাঠানোর পরিকল্পনা করছে। ‘ব্র্যান্ড শুধু একটি নাম নয়, এটি উত্তরবঙ্গের প্রকৃতি, নদী ও মানুষের পরিশ্রমের প্রতীক হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন চা চাষিরা। নিজস্ব ব্র্যান্ডে সরাসরি রপ্তানি শুরু হলে অনেক বেশি দামে বিদেশের রপ্তানি করছে। ফলে আসল উৎপাদকরা নাযা লাভ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। শুধু তাই নয়, মধ্যস্বত্বভোগীদের উপর নির্ভরশীলতার কারণে উপাদান বাড়ানো ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা

ইউটিউবই শিক্ষক, মাঠই পরীক্ষা, ‘প্রিন্স অফ রাইস’ ব্ল্যাক রাইস চাষে মালদহে সাফল্যের নতুন দৃষ্টান্ত

নামে কালো, দামে সোনা-এই পরিচয়েই ধীরে ধীরে বাংলার কৃষিজগতে আলাদা জায়গা করে নিচ্ছে ব্ল্যাক রাইস। কেউ একে বলেন ‘প্রিন্স অফ রাইস’, আবার কেউ চেনেন কালো নুনিয়া ধান নামে। পুষ্টিগুণে ভগ্নপুর, স্বাদে আলাদা আর বাজারদরে লাভজনক-এই তিন গুণেই কৃষকদের কাছে ক্রমশ আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে এই বিশেষ ধান। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার,

আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়িতে আগে থেকেই যার চাষ হচ্ছিল, সেই তালিকায় এবার নতুন করে যুক্ত হল মালদহ জেলা। আর এই পরিবর্তনের নেপথ্যে রয়েছে এক সাধারণ কৃষক-হবিষপুর র্লকের সোলাডাঙা গ্রামের রতন প্রামাণিক। ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তবর্তী হবিষপুর র্লকের বুলবুলচণ্ডী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সোলাডাঙা গ্রামে প্রথমবার ব্ল্যাক রাইস চাষ করে প্রথম রাউন্ডেই সাফল্যের মুখ

দেখেছেন রতনবাবু। নিজের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই ‘ধান’ চাষ করে শুধু ভালো ফলনই পাননি, পেরেছেন বাজারে প্রত্যাশার চেয়েও ভালো দাম। সেই সাফল্য তাঁকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। তাই আসন্ন শীত মরশুমে তিনি আবারও ব্ল্যাক রাইস চাষে নামতে প্রস্তুত। ব্ল্যাক রাইসের চাষ উত্তরবঙ্গের নতুন নয়। আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুারি পাশাপাশি দার্জিলিং,

কালিম্পং ও রায়গঞ্জের কিছু অংশে এই ধানের চাষ ইতিমধ্যেই হচ্ছে। ভারতের অসম ও মণিপুরেও ব্ল্যাক রাইস জনপ্রিয়। এমনকি সীমান্তের ওপার বাংলাদেশেও শুরু হয়েছে এই কালো চালের চাষ। কিন্তু মালদহ জেলায় এই প্রথম ব্ল্যাক রাইস চাষ করে সাফল্য পাওয়ায় স্থানীয় কৃষি মহলে সেই আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু এখন সোলাডাঙা গ্রামের রতন প্রামাণিক।

পশ্চিমবঙ্গের একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতু পুনর্নির্মাণের জন্য ভারতীয় রেল ৪৬২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে

২৫ ডিসেম্বর ে ভারতীয় রেল দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের হাওড়া-খড়গপুর সেকশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেল সেতু, ৫৭ নম্বর সেতুটি পুনর্নির্মাণের জন্য ৪৬২.৭৬ কোটি টাকার একটি বড় পরিকাঠামো প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্পে একটি বিকল্প পথে সেতুর নিম্নকাঠামো পুনর্নির্মাণ এবং একটি নতুন ভায়াডাক্ট নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এতে খড়গপুর ডিভিশনের দেউলটি এবং কোলাঘাট স্টেশনের মধ্যে একটি নতুন কোলাঘাট রেলওয়ে স্টেশন নির্মাণ, প্ল্যাটফর্মের ব্যাপক কাজ এবং

উন্নত যাত্রী সুবিধার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৫৭ নম্বর সেতুটি সূর্যভিত্তিত ডিভির উপর গত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সেকশনে রেল চলাচলের সহায়তা করে আসছে। অনুমোদিত পুনর্নির্মাণের ফলে একটি আধুনিক এবং মজবুত কাঠামো তৈরি হবে, যা স্থায়ীভাবে এবং বয়সজনিত উপাদান ক্ষয় কমাতে ডিজাইন করা হয়েছে। উন্নত নকশাটি নিরাপত্তার মাত্রা জোরদার করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিষেবার নিশ্চয়যোগ্যতা নিশ্চিত করবে।এই প্রকল্পটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের

অপারেশনাল চাহিদা মটোনার লক্ষ্যে তৈরি। ক্রমবর্ধমান অ্যাক্সেল লোডে, উচ্চতর ট্র্যাফিকের পরিমাণ এবং ঘটায় ১৩০ কিলোমিটার পর্যন্ত ট্রেনের গতি বিবেচনা করে, নতুন সেতুটি ৫৭ জিএমটি-র উচ্চতর মোট টনেজ দক্ষতার সাথে পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হবে। বর্তমান ইঞ্জিনিয়ার মান অনুযায়ী নির্মিত আধুনিক কাঠামোটি এই সেকশনের সামন্ত্রাল লাইনের পরিকাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাঠামোগত স্থিতিস্থাপকতা এবং অপারেশনাল কর্মক্ষমতা উন্নত

করবে। ভবিষ্যতের চাহিদার কথা মাথায় রেখে, অনুমোদিত কাজগুলিতে চতুর্থ রেললাইনের জন্যও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। জায়গার সহজলভ্যতা, অর্থনৈতিক দিক এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি বিবেচনা করে, আপ লাইন এবং ভবিষ্যতের চতুর্থ লাইন উভয়কেই ধারণ করতে সক্ষম করবে। এই উপলক্ষ্যে আয়োজকরা সাংবাদিকতায় প্রজ্ঞা মেইল-এর ১৫ বছরের দীর্ঘ পথচলার ওপর নির্মিত একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। প্রধান সংগঠক ও প্রজা মেইল-এর সম্পাদক অরুণ কুমার বর্মন বহুভাষিক সৃজনশীল চর্চার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

প্রজ্ঞা মেইল-এর উদ্যোগে চতুর্থ বহুভাষিক জাতীয় কবিতা উৎসব অনুষ্ঠিত



নয়া দিল্লি,২৫ ডিসেম্বরঃ ‘প্রজ্ঞা মেইল’ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র এবং ইউটিভি৮ চ্যানেলের চতুর্থ বার্ষিক বহুভাষিক জাতীয় কবিতা সম্মেলন ও সন্মাননা অনুষ্ঠানটি এ সপ্তাহে সাহিত্য, সংগীত এবং শ্রদ্ধার এক প্রণবহ উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে।জাতীন সন্মাননা প্রদানঅনুষ্ঠানের সর্বোচ্চ সন্মাননা ‘প্রয়াত অর্জুন চন্দ্র বর্মন স্মৃতি

আজীবন সন্মাননা’ প্রদান করা হয় বিশিষ্ট লেখক ও কবি লক্ষ্মীন্দ্র সিনহা-কে। সন্মাননা গ্রহণ করে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি সাহিত্যে তাঁর অবদানের এই স্বীকৃতিতে গভীর গর্ব প্রকাশ করেন। জুবিন গার্গের প্রতি শ্রদ্ধা অনুষ্ঠানের একটি বিশেষ দিক ছিল প্রয়াত জুবিন গার্গের স্মৃতির প্রতি বিনশ্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন। কবি ও সংগীতশিল্পীরা পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং সরাসরি সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে এই শিল্পীকে স্মরণ করেন। গায়ক ভরত বাজাজ তাঁর জনপ্রিয় হিন্দি গান ইয়া আলি পরিবেশন করেন। সম্মেলনে সাহিত্যিক আবহের সঙ্গে সংগীতের এক অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটে। বহুভাষিক কবিতার আসরভারতের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিরা হিন্দি, উর্দু, সংস্কৃত, পাঞ্জাবি, বাংলা, অসমীয়া এবং কুমায়নি ভাষায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে দেশের ভাষাগত বৈচিত্র্য তুলে ধরেন। উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেনঃ উর্দুঃ দিলদার দেহলভি, ইমরান আহমেদ এবং রিজওয়ান উদ্দিন। হিন্দিঃ আশীষ মুরাদাবাদি (যিনি অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনাও করেন), যোগেশ ভাট এবং শিরাজ খান। সংস্কৃতঃ অধ্যাপক ঋষিরাজ পাঠক। কুমায়নিঃ ড. হেমা উনিয়াল। অসমীয়া ও বাংলাঃ ড. মুগাল নাথ, রুনা লায়লা, ড. বিজু জাহান এস বেগম এবং রত্নজ্যোতি দত্ত। বিশেষ সন্মাননাঅনুমন্ত্রিত অতিথি ড. ভরেশ দাস এবং রুনা লায়লা অংশগ্রহণকারী কবিদের তাদের

সাংস্কৃতিক অবদানের জন্য সন্মানিত করেন। সংস্থাটির পক্ষ থেকে আরএসএস প্রচারক রাম সিং এবং সমাজসেবী এস.কে. চৌধুরীকে ঐতিহ্যবাহী অসমীয়া ‘গামছা’ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। প্রজ্ঞা মেইল-এর জাতীয় উপদেষ্টা রত্নজ্যোতি দত্ত সংস্থার পৃষ্ঠপোষক তথা অসমের সাংসদ সদস্য কৃপানাত্থ মল্লাহ-র পাঠানো একটি অভিনন্দন বার্তা পাঠ করেন। এই উপলক্ষ্যে আয়োজকরা সাংবাদিকতায় প্রজ্ঞা মেইল-এর ১৫ বছরের দীর্ঘ পথচলার ওপর নির্মিত একটি সংক্ষিপ্ত তথ্যচিত্র প্রদর্শন করেন। প্রধান সংগঠক ও প্রজা মেইল-এর সম্পাদক অরুণ কুমার বর্মন বহুভাষিক সৃজনশীল চর্চার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কর্নাটকে বাস দুর্ঘটনায় দু ঃখপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রীর, ঘোষণা আর্থিক সহযোগিতার

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর (হি.সি.ঃ) বৃহস্পতিবার ভোরে কর্ণাটকের চিত্রদুর্গ জেলার ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে ট্রাকের ধাক্কায় দাঁড়াউ করে জ্বলে ওঠে একটি যাত্রীবাহী বাস। ঘটনাস্থলেই বলসে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ৯ জনের। গুরুত্বের জখম ১৫ জন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ

করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদী। ঘটনায় মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর তরফে। পাশাপাশি, আহতদের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সহযোগিতা দেওয়া হবে বলেও

জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ার থেকে শিবমোগার দিকে যাতায়াতর সময়ে একটি বেসরকারি ট্রিপার বাসে ধাক্কা মারে উল্টো দিক থেকে আসা একটি ট্রাক। তাত্তে বাসটিতে আগুন ধরে যায়। সেই অবস্থাতে ছুটতে থাকে বাস। এই ঘটনায় অন্তত ৯

জন জীবন্ত পুড়ে মারা গিয়েছেন। ৪৮ নম্বর জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার ভোররাত্তে এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ট্রাকটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডার টপকে বাসে ধাক্কা মারে। বাসটিতে চালক ও কনডাক্টর-সহ মোট ৩২ জন ছিলেন।

বড় কোবলা বাশদহ বিলের পাড়ে, খাল বিল চুনো মাছ পিঠে পুলি ও প্রাণী পালন উৎসবের সাংবাদিক সম্মেলন

প্রসেনজি দেবনাথ, পূর্বস্থলীঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী-১ ব্লকের কোবলার বাঁশদহ ও চাঁদের বিলের



পাড়ে খাল-বিল ওবেলফেয়ার সোসাইটির পর্যালনায় আগামী ২৫শে ডিসেম্বর থেকে ২৭শে ডিসেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হতে চলছে ৫৫তম খাল-বিল পিঠেপুলি ও প্রাণী পালন উৎসব। দীর্ঘ পঁচিশ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী এই উৎসব গ্রামীণ সংস্কৃতি, খাদ্য ঐতিহ্য ও জীবিকানি্ভিক কর্মকাণ্ডের এক অনন্য মিলনক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। খাল-বিল ও জলাশয়ের মাছ সংরক্ষণ এবং মৎস্যচাষে এলাকার মস্যাঙ্গীবিদের আরও বেশি করে

উদ্বুদ্ধ করতে এবছর নেওয়া হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। উসবে বিশেষভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে পেন কালচারের ব্যবহার ও মৎস্যচাষে এর গুরুত্ব। এর মাধ্যমে খাল-বিল ও জলাশয়কে আরও কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়ে মাছ উপাদান বৃদ্ধি এবং মৎস্যজীবীদের আর্থিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, প্রায় ২৫ বছর আগে এই উৎসবের সূচনালগ্নে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খাল-বিল ও জলাশয় সংরক্ষণের বার্তা তুলে ধরে নিজের স্বরচিত একটি কবিতা উৎসবের জন্য উপহার দিয়েছিলেন খাল-বিল

আর জলাশয়ে ভরা রূপগী বাংলা কন্যা, ওদের সবাই যত্ন করো, ওরা আমাদের অনন্যা।উসবকে সামনে রেখে মঙ্গলবার বিকেলে কালনা পুরাতন বাস স্ট্যান্ড এলাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেলার প্রধান উদ্যোক্তা তথা রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। তিনি জানান, এই উৎসব শুধু লোকসংস্কৃতি ও পিঠেপুলির মতো গ্রামীণ খাদ্য ঐতিহ্যকে তুলে ধরার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ, মৎস্যচাষ ও প্রাণী পালনের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদিনই বিকেলে পূর্বস্থলী-১ ব্লকের বড় কোবলা এলাকায় উৎসব উপলক্ষে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। শোভাযাত্রাটি সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের সাধুর আশ্রম থেকে শুরু হয়ে বড় কোবলা কচুরিপানা শিল্প পর্যন্ত অগ্রসর হয়। গ্রামীণ সংস্কৃতি ও লোকজ ঐতিহ্যের নানা রঙে রাঙানো এই শোভাযাত্রায় অংশ নেন বহু মানুষ। শোভাযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, জেলা পরিষদের সদস্য অর্পণা মুন্সি, সহ বিশিষ্টজনের।

রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে গিয়ে বন্দি ভারতীয় যুবক, মোদির কাছে উদ্ধার চেয়ে আর্জি

২৫ ডিসেম্বর ঃ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ভয়াবহ বাস্তবতা আরও একবার সামনে এল এক ভারতীয় যুবকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। জেলাযাত্রা এড়াতে রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন গুজরাটের এক যুবক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ইউক্রেন সেনার হাতে বন্দি হয়েছেন। বন্দিদের মুক্তি দেয়া অভিযোগে তাঁরা ভাষাগত সমস্যা, যুদ্ধের অভিজ্ঞতার অভাব এবং কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পড়ে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। তিনি। তিনি আরও জানান, নিজের দলের কমান্ডারের সঙ্গে সংঘাতের জেরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

প্রাণ সংরক্ষের আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত তিনি ইউক্রেন সেনার কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নেন। বর্তমানে তিনি ইউক্রেনের হেলোজতে বন্দি রয়েছেন।রাবিবার রাতে প্রকাশ্যে আসা নতুন ভিডিওতে মার্জেতিকের বলচে শোনা যায়, আমি এখন ইউক্রেনে বন্দি। যুদ্ধপরাধী হিসেবে আমাকে এখানে রাখা হয়েছে। আমি ভীষণ হতাশ। জানি না ভবিষ্যতে আমায় সঙ্গে কী হবে। এই ভিডিওতেই তিনি ভারতের নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা দেন। বলেন, যেসব ভারতীয় উচ্চশিক্ষা বা কাজের জন্য রাশিয়ায় আসছেন, তাদের খুব সাবধান থাকা উচিত। এখানে অনেক প্রতারক চক্র সক্রিয়। ইচ্ছাকৃতভাবে শিক্ষার্থী ও যুবকদের বিভিন্ন ধৌজদারি ও মাদক মামলায় ফাঁসানো হচ্ছে। ভিডিওর শেষে তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সরাসরি আবেদন জানান, যেন তাঁকে নিরাপদে দেশে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হয়।এই ঘটনার মধ্যেই তারভের বিশেষ মন্ত্রকের

একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, বর্তমানে রুশ সেনায় কর্মরত অন্তত ২৭ জন ভারতীয় নাগরিকের মুক্তি ও প্রত্যাবর্তণের জন্য মস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে ভারত সরকার। একই সঙ্গে রাশিয়াকে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে, যাতে আর কোনও ভারতীয় নাগরিককে যুদ্ধে পাঠানো না হয়। সরকারি তথ্য বলছে, ২০২২ সালে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ১৫০ জনেরও বেশি ভারতীয়কে বিভিন্নভাবে রুশ সেনায় নিয়োগ করা হয়েছে। এদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যু হয়েছে, ১৬ জন নিখোঁজ এবং ৯৬ জনকে মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। উদ্বেগ বাড়াত্তে বেআইনি নিয়োগ-বিশেষজ্ঞদের মতে, এই ধরনের ঘটনা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার এবং কূটনৈতিক স্তরে অত্যন্ত সংবেদনশীল। কাজ বা পড়াশোনার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেদিয়ে নিয়ে গিয়ে পরে যুদ্ধে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ গুরুতর। ভারতীয় নাগরিকদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে আরও কড়া কূটনৈতিক পদক্ষেপ প্রয়োজন বলে মত কূটনীতিক মহলের একাংশের। মার্জেতি সাহিহের ঘটনা শুধু একজন ব্যক্তির দুর্ভাগ্যের গল্প নয়, বরং এটি সতর্কবার্তা-বিদেশে কাজ বা পড়াশোনার সুযোগ পূঁজতে গিয়ে যেন কেউ প্রতারণার ফাঁদে না পড়েন। একই সঙ্গে এই ঘটনা আবারও তুলে ধরছে, যুদ্ধবিধগন্ত অঞ্চলে আটকে পড়া ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও প্রত্যাবর্তন কতটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এখন নজর থাকবে, কূটনৈতিক স্তরে ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে।

সীমান্ত উত্তেজনার হায়া মন্দিরে, কস্বেডিয়ায় ৩২৮ ফুটের বিষ্ণুমূর্তি ধ্বংস

সংবাদসংস্থা ঃ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দিয়ে ধীরে ধীরে বিশাল মূর্তিটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কিছু মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু কেউ বাধা দিচ্ছে না। এই ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝতে গেলে সাম্প্রতিক

দেখা যায়, একটি জেসিবি মেশিন দিয়ে ধীরে ধীরে বিশাল মূর্তিটির বিভিন্ন অংশ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। কিছু মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে, কিন্তু কেউ বাধা দিচ্ছে না। এই ঘটনার প্রেক্ষাপট বুঝতে গেলে সাম্প্রতিক

উদ্যোগেই হিন্সা বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। অক্টোবর মাসে শান্তিচুক্তির পর মনে করা হয়েছিল, হয়তো দীর্ঘদিনের উত্তেজনার অবসান ঘটবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে ফের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। সেই আবহেই বিষ্ণুমূর্তি ধ্বংসের এই



অভিযোগ নতুন করে দুই দেশের সম্পর্ককে আরও জটিল করে তুলেছে। কস্বেডিয়ায় পক্ষ থেকে একে প্রতিহিংসামূলক পদক্ষেপ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই ঘটনায় আন্তর্জাতিক স্তরে উদ্বেগ বাড়ছে। ধর্মীয় স্থাপনা ও মূর্তি ধ্বংসের মতো ঘটনা শুধু রাজনৈতিক সংঘাতকেই উসকে দেয় না, বরং দুই দেশের সাধারণ মানুষের

মধ্যে বিভাজন আরও গভীর করে। সোশাল মিডিয়ায় বহু মানুষ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেযীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক দাস্তের দাবি তুলেছেন। বিশ্লেষকদের মতে, যদি দ্রুত কূটনৈতিক স্তরে হস্তক্ষেপ না করা হয়, তাহলে এই ধরনের ঘটনা ভবিষ্যতে আরও বড় সংঘাতের রূপ নিতে পারে। কস্বেডিয়ার ৩২৮ ফুটের বিষ্ণুমূর্তি ধ্বংস শুধু একটি মূর্তি ভাঙার ঘটনা নয়-এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিাবস্থার উপর নতুন করে প্রস্ফুট তুলে দিল।

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা

৭৩তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ এর দ্বিতীয় দিন



গোরখপুর, ২৫ ডিসেম্বরঃ ২৪ থেকে ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন (এনইআরএসএ) এর তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত ৭৩তম অল ইন্ডিয়া রেলওয়ে (পুরুষ) কাবাডি চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৫ এর দ্বিতীয় দিনে, অয়োজক নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ে রেল হুইল ফ্যাক্টরি (আরডব্লিউএফ) কে ৩৫-২১ গোলে পরাজিত করে তাদের আধিপত্য বজায় রেখেছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে অধিনায়ক সুনীল কুমার, প্রশশ, রোহিত, আকাশ, আশীষ এবং সুব্রহ্মণ্য তাদের চিত্তাকর্ষক পারফরমেন্স দিয়ে দর্শকদের মুগ্ধ করেছেন। আড়কের অন্যান্য ম্যাচে, সাউথ সেন্ট্রাল রেলওয়ে একটি কটন প্রতিযোগিতায় সেন্ট্রাল রেলওয়েকে ৪৯-৪২ গোলে পরাজিত করেছে ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে ইস্টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরি (আইসিএফ) কে ৪১-৩৯ গোলে পরাজিত করেছে রেল হুইল ফ্যাক্টরি (আরডব্লিউএফ)। সাউথ ওয়েস্টার্ন রেলওয়েকে ৩৬-০৮ গোলে এবং নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে রেলওয়ে বোর্ডকে ২০-০৬ গোলে পরাজিত করেছে।

CHANGE OF NAME I SAIFUDDIN SHAIKH S/O ALI BORDIN. SHAIKH MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY EDUCATIONAL CERTIFICATE AS SAIFUDDIN SHAIKH AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 1-10-19। I SAI FUDDIN SHAIKH S/O ALIBORDIN SHAIKH AND SAIFUDDIN MONDAL S/O AL-IBADDIN MONDAL BOTH IS SAME PERSON R/O NAOPARA DHUBULIA NADIA.
--

CHANGE OF NAME I MOHAN CHOWDHURY MY SON'S BIRTH CERTIFICATE MY NAME HAS BEEN RECORDED AS MOHAN MALLA AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 23-12-25। I MOHAN CHOWDHURY AND MOHAN MALLA, MY WIFE MAMONI CHOWDHURY AND MAMONI MALLA AND MY SON AMAN CHOWDHURY AND AMAN MALLA, AMAN MALLAH ALL ARE SAME PERSON. P. S. KOTWALI DIST NADIA PIN - 741103 MY ACTUAL NAME IS MOHAN CHOWDHURY, MY WIFE ACTUAL NAME IS MAMONI CHOWDHURY, MY SON ACTUAL NAME IS AMAN CHOWDHURY.
--

CHANGE OF NAME I ALI BADDIN MONDAL S/O LATE ASIRUDDIN MONDAL MY NAME HAS BEEN RECORDED IN MY S.B.I. BANK. ACCOUNT AS ALIBADDIN MONDAL AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 13-8-25। ALIBADDIN MONDAL ALIBADDIN SHAIKH AND ALIBORDIN SHAIKH ALL ARE SAME PERSON R/O NAOPARA DHUBULIA NADIA.
--

CHANGE OF NAME I SHAIKH FAIZUDDIN ALFAYES S/O ALBORDIN SHAIKH MY NAME HAS-BEEN RECORDED IN MY EDUCATIONAL CERTIFICATE AS SHAIKH FARZUDDIN ALFAYES AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 13-8-25। SHAIKH FAIZUDDIN ALFAYES S/O ALBORDIN SHAIKH AND MONDAL FAIZUDDIN ALFAYES S/O AL-IBADDIN MONDAL BOTH IS SAME PER SON. R/O NAOPARA DHUBULIA NADIA
--

CHANGE OF NAME I RAKESH GHOSH MY FATHER NAME HAS BEEN RECORDED IN MY PASSPORT AS KHENDRA GHOSH AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC KRISHNAGAR ON 22-12-25 MY FATHER KHAGENDRANATH GHOSH AND KHAGENDRA GHOSH BOTH ARE SAME PER SON। MY FATHER ACTUAL NAME IS KHAGENDRANATH GHOSH R/O GACHHA ADOBASIPARA P.O. GACHHA P.S NAKASHIPARA NADIA.

CHANGE OF NAME I, Tirthajit Halder (Old Name) S/O- Ganesh Halder resident of Vill & Po-Binodnagar , Ps-Tehatta , Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Tirthajit Halder to Tirthajit Halder and henceforth I shall be known as Tirthajit Halder (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/12/2025. My name Tirthajit Halder & Tirthajit Halder both are same and one identical person.
--

নাম পদবী পরিবর্তন হানি, প্রদীপ ভট্টাচারী, গ্রাম- বরিশদপুর, পোঃ- মেইরা, থানা- বরিশদপুর, ডিষ্ট্র- ২৬ পাবনা, প- ৮৪২৭১৩৫২৭৫ এর বাসিন্দা। আমায় কন্যা সুপ্রিয়া ভট্টাচারী এর স্বাম শশপাল এর নাম- KUDAS32015, তারি- 31.08.2015), ১ নং কুসুদা গ্রাম পঞ্চায়েত, পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে ইস্যু করা এবং আমার কার্ড (নং ২৩৭৭৮৮৬৬-০৩৩৭৮)-ও শুদ্ধা ভট্টাচারীর আছে। আমার স্বাম শশপালের আমার ও ষ্ট্রীল নাম থাকতেন প্রদীপ ভট্টাচারী ও ষ্ট্রীল ভট্টাচারীর আছে। আমার ষ্ট্রীল নাম ভট্টাচারী আমার কার্ড (নং ৭৪৪৯২২৮৯০ ১১৫৭৮)-এ ষ্ট্রীল পুত্রের ভট্টাচারী আছে। বাসগার আলমগীর ফকর জাদু গুপ্তিমালা মাছিকট্টেরের একইভাবে বলে (তারিঃ-১১/৭/১৩ তারিঃ-২২.১১.২৫) শুদ্ধা ভট্টাচারী, পিতা-প্রদীপ ভট্টাচারী, মাতা- ষ্ট্রীল ভট্টাচারী এবং শুদ্ধা ভট্টাচারী একই হতে সৃষ্টিত ভট্টাচারী, পিতা- ষ্ট্রীল ভট্টাচারী, মাতা- ষ্ট্রীল ভট্টাচারী নামে পরিচিত ছিলো। সুপ্রিয়া ভট্টাচারী ও শুদ্ধা ভট্টাচারী এর এবং শুদ্ধা বাবা-গুপ্তিমালা ভট্টাচারী ও প্রদীপ ভট্টাচারী। এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। ষ্ট্রীল নামে ভট্টাচারী ও ষ্ট্রীল ভট্টাচারী। এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

জেলারখবর

বিল বকেয়ায় থমকে জল জীবন মিশন, কোচবিহারে গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্পে গভীর সঙ্কট

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : বছর ঘুরলেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে কোচবিহার জেলায় কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ অংশীদারিত্বে চন্দা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ পানীয় জল প্রকল্প জল জীবন মিশনের কাজ কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তীব্র সঙ্কট তৈরি হয়েছে। প্রায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি বিল বকেয়া থাকায় একাধিক ঠিকাদারি সংস্থা কাজ করতে অস্বীকার করেছে। এর জেরে গত পাঁচ দিন ধরে জেলার বিভিন্ন গ্রামীণ এলাকায় বাাি বাাি পাইপলাইনের নতুন সংযোগ দেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। এই ঘটনা প্রকাশে আসতেই জেলা জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। শাসক তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপির মধ্যে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক তরঙ্গ। একদিকে রাজ্য সরকার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলছে, অন্যদিকে বিজেপির দাবি-প্রকল্পের অর্থ তৃণমূল নেতাদের ও কিছু সরকারি অধিকারিকের দুর্নীতির জেরে খরচ হয়ে গেছে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের জল জীবন মিশন প্রকল্পের সূচনা হয় ২০২০ সালে। লক্ষ্য ছিল দেশের প্রতিটি গ্রামীণ পরিবারে নিরাপদ ও পরিষ্কৃত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়া। যদিও করোনা অতিমারি এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে কোচবিহার

জেলায় এই প্রকল্পের কাজ শুরু হতে দেরি হয়। অবশেষে ২০২১ সালের অগস্ট মাস থেকে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়। জেলা প্রশাসনের হিসেব অনুযায়ী, কোচবিহারে মোট ৬ লক্ষ ৯৬ হাজার ৫৫৩টি বাটিতে পানীয় জলের পাইপলাইন সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। সরকারি নথিতে দাবি করা হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ ৫৮ হাজার বাড়িতে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে বহু পরিবারই জল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ উঠছে। অনেক জায়গায় পাইপলাইন বসানো হলেও তাতে জল আসছে না, আবার কোথাও শুষ্ক সংযোগের কাজ অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৯ ডিসেম্বর থেকে বাড়ি বাড়ি পাইপলাইনের নতুন সংযোগ দেওয়ার কাজ বন্ধ হয়ে যায়। আরও জানা যাচ্ছে, গত ডেড বছর ধরে এই প্রকল্পের জন্য কোচবিহারে কোনও অর্থ বরাদ্দ এসে পৌঁছয়নি। ফলে ঠিকাদাররা আগের কাজের বিল না পাওয়ায়, নতুন করে কাজ করতে চাইছেন না। অভিযোগ উঠেছে, জেলার একাধিক এলাকায় রিজার্ভার বা জলাধার নির্মাণ করা হলেও সেখান থেকে এখনও বাড়িতে জল সরবরাহ শুরু হয়নি। আবার কাজ বন্ধ হয়ে

যাওয়ায় বহু জায়গায় রাস্তার উপর পাইপ ফেলে রাখা হয়েছে, যা যান

প্রকল্পের কাজই পুরোপুরি থমকে যাওয়ায় গ্রামীণ এলাকার মানুষের

টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সেই টাকা পাচ্ছে না



চলাচল ও সাধারণ মানুষের চলাফেরায় সমস্যার সৃষ্টি করছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে। এর আগেও জল না পাওয়ার অভিযোগে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জল জীবন মিশনের প্রায় আড়াই হাজার কোটি

মধ্যে প্রবল ক্ষোভ ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। বহু বাসিঃ দার অভিযোগ, মেসব এলাকায় পাইপলাইন পৌঁছেছে, সেখানেই নিয়মিত জল আসে না। এই পরিস্থিতিতে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে জল জীবন মিশনের প্রায় আড়াই হাজার কোটি

বলেই ঠিকাদারেরা কাজ করতে চাইছে না। রাজ্যের মানুষকে বিপদে ফেলতেই পরিকল্পনা করে এই কাজ করেছে কেন্দ্র। এই প্রকল্পে যে কাজ হয়েছে, তার প্রায় সবটাই রাজ্য সরকারের অংশের টাকা দিয়ে করা। মন্ত্রী আরও দাবি করেন, কেন্দ্র যদি দ্রুত বকেয়া টাকা মেটায়, তহলে আটকেই আবার প্রকল্পের কাজ শুরু করা সম্ভব হবে এবং গ্রামীণ মানুষের পানীয়

জলের সমস্যা অনেকটাই মিটেবে। অন্যদিকে বিজেপি এই অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করেছে। বিজেপি বিধায়ক মালতি রাতা বলেন, এই প্রকল্পের টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা এবং কিছু সরকারি অধিকারিক মিলে লুট করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়েছে। কিন্তু সেই টাকার সঠিক হিসেব রাজ্য সরকার দিতে পারছে না। ঠিকাদাররা কাজ করেও টাকা পাননি বলেই আজ কাজ বন্ধ। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুরত ধর পরিস্থিতির বাস্তব চিত্র তুলে ধরে বলেন, সব মিলিয়ে প্রায় ২০০ কোটি টাকারও বেশি বিল বকেয়া পড়ে রয়েছে। এই কারণে এখন আর কেউ কাজ করতে চাইছে না। গত দু’মাস ধরে বলা হচ্ছে টাকা আসবে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোনও আর্থিক সম্মুদন হয়নি। সব মিলিয়ে, প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও রাজনৈতিক চাপানুউতোরের মায়ে পড়ে কোচবিহারের জল জীবন মিশন প্রকল্প গভীর সঙ্কটে। গ্রামীণ এলাকার লক্ষ লক্ষ মানুষ এখনও নিরাপদ পানীয় জলের অপেক্ষায়। দ্রুত বকেয়া বিল মিসিয়ে কাজ শুরু না হলে আগামী দিনে এই সমস্যা আরও ভয়াবহ আকার নিতে পারে বলেই আশঙ্কা স্থানীয়দের। সাধারণ মানুষের দাবি একটাই-রাজনৈতিক দোষারোপ নয়, দ্রুত জল পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা হোক।

জাতীয়-আন্তর্জাতিক স্তরে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ ও সচেতনতা, প্রাণায়াম থেকে বিনামূল্যে চিকিৎসা কর্মশালা



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমসচ) এর উদ্যোগে ৬ই নভেম্বর, ২০২৫,অরুণাচল প্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত তিরাপ জেলার অধীন কাপু, সোহা এবং তিনশা গ্রামে মধুমেহ নিয়ন্ত্রণ, মুদ্রে রক্ত, পা ফুলে যাওয়া, ওজন বেড়ে যাওয়া, ফেনায়ুক্ত মুদ্র উপসর্গগুলো শিকার রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা তৎসহ মুদ্রে মাইক্রো অ্যালবুগিন, ব্লাড ক্রিয়েটিনিন পরীক্ষা কর্মশালা আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৮৪ জন মধুমেহ আক্রান্ত রোগী অংশ নেয়। ৭ই নভেম্বর, ২০২৫, কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত চিকমাগারুল জেলার অধীন হিপলা, কিসাভীনামানী এবং বাসারাতাল্লী গ্রামে ডায়াবেটিস (মধুমেহ) মূল্যায়ন, মধুমেহ আক্রান্তদের চোখে ঝাপসা দেখা, খুব বেশি থিদে পাওয়া, বেশি প্রস্রাব হওয়া উপসর্গগুলো দ্রুত শণাজ্করণ এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা তার পাশাপাশি ফাস্টিং গ্লুকোজ, ইমপ্যারেড গ্লুকোজ টলারেন্স পরীক্ষাকর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৮১৩ জন মধুমেহ আক্রান্ত মা, বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা অংশ নেয়। ৮ই নভেম্বর, ২০২৫, উত্তরাখণ্ড ও রানজের অন্তর্গত চামলি জেলার অধীন গুডসাল, কোটিয়ালসাইন এবং আদিবাদরী গ্রামে মধুমেহ দুর্বেধ্যতা চিকিৎসা, মধুমেহ আক্রান্তদের বৌন ক্ষমতা হ্রাস, বারবার সংক্রমণ হওয়া, হাতে পায়ে ঝিঝি বা অসাড় ভাব উপসর্গগুলো শণাজ্করণ, বিনামূল্যে চিকিৎসা তৎসহ ক্রিয়েটিনিন ক্রিয়াকেন্দ্র, ব্লাড ইউরিয়া নাইট্রোজেন পরীক্ষা কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭৯৫ জন মধুমেহ আক্রান্ত মহিলা, কিশোর, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা অংশ নেয়। ৯ই নভেম্বর, ২০২৫ মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত সোলাপুর জেলার অধীন নান্দনী, কুবদুয়াই এবং মাধা গ্রামে ডায়াবেটিস সচেতনতা, মানব শরীরে আশ্রিত শর্করা রক্তে বেড়ে যাওয়া, বেশি জল তেষ্টা পাওয়া, ক্রান্তি বোধ উপসর্গগুলো বিনামূল্যে বিশেষ চিকিৎসা তৎসহ রক্তে গ্লুকোজের পরিমান নির্ধারণ, রক্তচাপ ও কোলেস্টরলের মাত্রা নির্ধারণ ও পরীক্ষা কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৬৯২ জন মধুমেহ আক্রান্ত মা, কিশোর, বৃদ্ধা অংশ নেয়। ১০ই নভেম্বর, ২০২৫, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম বর্ধমান জেলার অধীন দিশারগড়, সীতারামপুর এবং হীরাপুর মাগিকচাঁদ চাঁকুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৫৫তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে মধুমেহ শিক্ষা, প্রাণায়াম, মধমেহ আক্রান্তদের হঠাৎ ওজন কমে যাওয়া, কেটে যাওয়া অংশ সারতে দেরি হওয়া, যকৃত বিকল হওয়া উপসর্গগুলো চিকিৎসা এবং রক্তে গ্লুকোজের পরিমান নির্ধারণ, শরীরে মোটাবলিক সিনড্রোম সঠিক নির্ধারণ কর্মশালায় আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ১০৪২ জন মধুমেহ আক্রান্ত মহিলা, কিশোর, কিশোরী, বৃদ্ধা অংশ নেয়। মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘো বলেন যে, মধুমেহ আক্রান্ত মহিলাদের অসুস্থতা ও মানসিক উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা শরীরের স্বাভাবিক স্থিতিশীলতার উপর পরামর্শদান, পুরুষ, মহিলাদের নিয়মিত ও পরিমামনতো ব্যায়াম, প্রাণায়াম, দৈহিক পরিশ্রম, নিয়মিত সুঘন খাদ্য আহার, ওজন স্বাভাবিক রাখার পরামর্শ দেন। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘো, মলি বাগচী-সভাপতি, দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইমসচ), শ্রীমতী অনুপ্রিয়া সিং প্যাটেল-রাষ্ট্রপত্নী, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, শ্রী হোবেন্যা আভাস- অতিরিক্ত সচিব, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, শ্রীমতী সুভাসিনী. ই.- অতিরিক্ত জেলাশাসক(সাধারণ), জেলাঃ পশ্চিম বর্ধমান, শ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী পরামবালারাম. এস- জেলাশাসক ও সমাহর্তা, জেলাঃ পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী নিমাই রায়-জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, জেলাঃ পশ্চিম বর্ধমান, শ্চিমবঙ্গ সরকার, ডা. শেখ মোহম্মদ ইউনুস- মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক, জেলা পূশ্চিম বর্ধমান, শ্চিমবঙ্গ সরকার, ডাঃ অনুরাধা দেব, ডাঃ হীরক পাওয়া যাবে এখানে।

কেউ না খেয়ে থাকবে না।

বাংলাদেশি সঃেদহে ওড়িশায় পিটিয়ে খুন করা হলো মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিককে, আহত একাধিক

মিউন হালদার : ওড়িশার সম্বলপুর জেলায় পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে রাজমিস্ত্রির কাজ করতে গিয়ে বাংলাদেশি সঃেদহে মুর্শিদাবাদ জেলার এক যুবককে পিটিয়ে মারার অভিযোগ উঠল কিছু দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ওড়িশার সম্বলপুর জেলার শান্তিনগর এলাকায়। মৃত যুবকের নাম জুয়েল রানা (২১)। তার বাড়ি সৃতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামে। বাংলাদেশি সঃেদহে মারধরের ঘটনায় গুরুতর আহত হয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার অপর দুই যুবক বর্তমানে ওড়িশার হাওপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। আহত ২ যুবকের নাম পলাশ শেখ এবং আমির শেখ।

তাঁদের বাড়ি যথাক্রমে সৃতি থানার সাজুর মো। এবং দিয়ার শোভাপুর এলাকায়। মাত্র ৪ দিন আগে মুর্শিদাবাদের সৃতি থানা এলাকা থেকে ওড়িশার সম্বলপুর এলাকায় একটি বহুতল নির্মাণের জন্য রাজমিস্ত্রি কাজ করতে গিয়েছিল জুয়েল রানা নামে ওই যুবক। তার সঙ্গে মুর্শিদাবাদ জেলার রানুনাখণ্ণ, সৃতি এবং অন্য কয়েকটি এলাকার অধীনে কাজ করতো। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ৮ টা নাগাদ নাগাদ ওড়িশার কয়েকজন যুবক শান্তিনগর এলাকায় জুয়েল এবং মুর্শিদাবাদের আরও কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিক নিমীষমান যে বাড়িতে থাকতেন সেখানে যান। অভিযোগ এরপর ওশির স্থানীয় .বাসিঃদ্বারা জুয়েল এবং মুর্শিদাবাদের বাকি পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছ থেকে তাঁদের ভারতীয় হওয়ার নথি দেখতে চান। এই ঘটনার সময় জুয়েল এবং মুর্শিদাবাদের অন্যান্য পরিযায়ী শ্রমিকরা খাওয়া দাওয়া করে লুপ্ত পড়ে ঘুমিয়ে ছিলেন। এই দেশে ওড়িশার ওই যুবকেরা মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেন বলে অভিযোগ। ওই পরিযায়ী শ্রমিকেরা কিছু বোঝার আগে হঠাৎ করেই লাঠি এবং অন্যান্য জিনিস নিয়ে ওড়িশার ৭-৮ জন যুবক

মুর্শিদাবাদের শ্রমিকদের উপর ঝাপিয়ে পড়েন এবং তাদেরকে বেধড়ক মারধর করা শুরু করেন। পরবর্তীকালে ওশি পুলিশ জুয়েল এবং আরও কয়েকজন পরিযায়ী শ্রমিককে রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় সম্বলপুর হাসপাতালে নিয়ে গেলে জুয়েলকে সেখানে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। আমির এবং পলাশ নামে অপর দুই যুবক বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। পরদ্রুত, গত কয়েক মাস ধরেই মুর্শিদাবাদের বাংলা ভাষায়ী পরিয়ায় শ্রমিকদেরকে বাংলাদেশি সঃেদহে ওড়িশার বিভিন্ন প্রান্তে হামলার শিকার হতে হয়েছে। ইতিমধ্যেই জেলার কয়েক'শ শ্রমিক প্রাণ ভয়ে ওড়িশা থেকে নিজের তাহলে আমরা সরকার মুর্শিদাবাদ জেলায় ফিরে চলে আসবো। ওই ব্যক্তি আরও দাবি করেছেন, এই ঘটনায় ওড়িশা পুলিশ এখনও কাউকে প্রেত্তার করতে পারেনি। অন্যদিকে জুয়েলের মৃত্যু সংবাদ মুর্শিদাবাদের চকবাহাদুরপুর গ্রামে পৌঁছানোর পরেই কল্লায় ভেঙে পড়ছেন পরিবারের সদস্যরা। জুয়েলের প্রতিবেশী সৌমেন দাস বলেন, জুয়েলের বাড়িতে দুই বোন ছাড়াও তাঁর বাবা এবং মাক রয়েছে। বাবা জিয়াউ হক কেবোলায় পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। এক বোনের বিয়ে হয়ে রয়েছে। পরিবারের হাল ধরার জন্য সম্প্রতি জুয়েল পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করার জন্য ওড়িশায় গিয়েছিল। এলাকায় অত্যন্ত ভালো ছেলে হিসেবে পরিচিত ছিল জুয়েল। তাঁকে যে বাংলাদেশি সঃেদহে এইভাবে পিটিয়ে মেরে ফেলা হতে পারে এটা আমাদের কাছে ওই পরিবারের পাশে দাঁড়াতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আবার নিরত ওই পরিবারকে সব রকমভাবে সাহায্য করবো।

বসিরহাটে ক্যারাটের বিশেষ ক্যাম্প, উপস্থিত হানসি প্রেমজী সেন

সৌরভ দাশ, বসিরহাট, ২৫ ডিসেম্বর : বসিরহাট প্যারাডাইস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো ক্যারাটের একদিনের বিশেষ ক্যাম্প। বসিরহাট সেইসনিকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের আয়োজিত এই আ্যডভান্সড ট্রেনিং ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশান অফ বঙ্গলের সভাপতি হানসী প্রেমাজি সেন। প্রথম পর্যায়ে প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক শিক্ষার্থীকে ট্রেনিং করার হানসী প্রেমাজি সেন। ক্যাম্পের দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্যারাটের পর্যায় ভিত্তিক বেক্ট এক্সাম অনুষ্ঠিত হয়। ক্যারাটের এই বিশেষ ক্যাম্পে হানসী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডা সপুর্ষি ব্যানার্জী,বসিরহাট নারায়না স্কুলের প্রিন্সিপাল সহ অভিভাবক প্রতিনিধি ফিরোজ কামাল গাজী, সুরজি মিত্র, প্যারাডাইস ক্লাবের কর্মকর্তা সহ অন্যান্যরা।বসিরহাট সেইসেনকাই ক্যারাটে ডো অ্যাসোসিয়েশানের সিহান প্রশান্ত গিরের প্রশংসা করে হানসী প্রেমাজি সেন বলেন বসিরহাটে ক্যারাটের অনন্যতম জনক প্রশান্ত গিরি তাঁর কথায় বর্তমানে ক্যারাটের বিভিন্ন সেন্টার রয়েছে তবে কোনটি অনুমোদন প্রাপ্ত না বলে সেন্টারের শিক্ষার্থীরা জাতীয় স্তরে অংশগ্রহন করছে বা পনক কিছতে তা দেখে ও ট্রেনিং এর গুণবত মন দেখে তবেই তাতে অক্সিডেন্ট এর ঝুঁকি নেওয়া উচিত। আর এই বিষয়গুলিতেই অন্য সেন্টারের সঙ্গে তার সেন্টারের তফা ট্রেনিং চ্চা স্কলীন শিক্ষার্থীদের ভুল ক্রটি সংশোধন করে দিতে দেখা যায় হানসী কে।

বড়দিনে স্নোফল, উৎসবের মেজাজ পাহাড়ে, পর্যটকের ভিড়ে গিজগিজ সিকিম-দার্জিলিং

শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : বড়দিন মানেই পাহাড়ে ছুটি কাতোনের স্বপ্ন, আর সেই স্বপ্নে এবার বাড়তি বং যোগ করেছে সম্ভাব্য তুষারপাত। বড়দিনের টিক আগে সিকিম হিমালয়ে পশ্চিমী বঙ্গা প্রবেশ করায় পাহাড় জুড়ে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, বৃধবার ভোর থেকেই লাচুং, লাচেন, ছান্দু ও নাথুলা এলাকায় তুষারপাত শুরু হয়েছে, যা বড়দিন পর্যন্ত চলবে। এই স্নোফলকে ঘিরেই এখন পর্যটকের ভিড়ে উপচে পড়ছে সিকিম ও দার্জিলিং। গ্যাংটকের প্রাণকেন্দ্র এমজি মার্গ এলাকায় হোটেল খুঁজে পাওয়া কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। আশপাশের প্রায় সব হোটেলই পর্যটকে ভর্তি। একই ছবি দার্জিলিংয়েও। ম্যাল রোড সংলগ্ন অধিকাংশ হোটেলে ঘর ফাঁকা নেই। বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের ছুটি মিলিয়ে পাহাড়ে বেড়াতে আসা পর্যটকের ঢল নেমেছে, যার জেরে পর্যটন শহরগুলি এখন কার্যত উৎসবের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

সোমবারই সিকিম হিমালয়ে পশ্চিমী বঙ্গার প্রভাব লক্ষ্য করা গিয়েছে। কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এই বঙ্গার মূল প্রভাব সিকিমের উপরেই পড়বে। ফলে দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে কম। তবে তার প্রভাব হিসেবে দার্জিলিংয়ে দিনের তাপমাত্রা প্রায় নিশ্চিত। লাচুং, লাচেন ও নাথুলার মতো উঁচু এলাকায় বরফ পড়তে পারে। দার্জিলিংয়ে তুষারপাত না হলেও শীতের প্রকোপ বাড়বে। সিকিমে বরফ পড়া শুরু হলে পাহাড়ি এলাকায় প্রকৃত শীত তখনই ভালোভাবে টের পাওয়া যাবে। এই আবহাওয়ার খবর উদ্ভাসে পড়তেই পর্যটকদের মধ্যে ছটোয় তুঙ্গে। উত্তরপ্রদেশ থেকে গ্যাংটকে বেড়াতে

আসা মোহিত শ্রীবাস্তব বলেন, স্নোফল দেখার আশাতেই সিকিমে আসা। যদি বড়দিনেই বরফ পড়ে, তাহলে সেটা জীবনের সেরা অভিজ্ঞতা হবে। অন্যদিকে দার্জিলিংয়ে বেড়াতে আসা



যাদবপুরের বাসিন্দা সন্দীপ গুহের কথায়, দিনের বেলাতেই এত ঠান্ডা লাগে। যদি এর সঙ্গে তুষারপাত যোগ হয়, তাহলে শীতের ছুটিটা

একেবারে জমে যাবে। যদিও দার্জিলিংয়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা কম, তবু পর্যটকদের মন ভালো রাখতে উদ্যোগী হয়েছে জিটিএ-র গ্যাংটকের এক হোটেল মালিক কল্পক দে জানান, এমজি মার্গ এলাকায় কেনও হোটেলেই এখন জায়গা নেই। আমার হোটেল হইকোট এলাকার কাছে, সেখানেও একই অবস্থা। বড়দিনের সময় এমন ভিড় হলে আমাদের সারা বছরের ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে যায়।তবে উসবের এই উদ্ভাসের মধ্যেই পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে আরেক চিত্র। ঠান্ডা বাড়তেই পাহাড়ি এলাকা থেকে সমতলের দিকে নামতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে পরিবারগুলি শিলিগুড়িতে আসছেন। পাহাড়ের অনেক স্বচ্ছল পরিবারেরই এখন দু’টি ঠিকানা-একটি পাহাড়ে, অন্যটি শিলিগুড়িতে। শীতের সময় পরিবারের সবাই মিলে শিলিগুড়িতে থাকা তাঁদের বাড়ি থেকে নিরাপদ ও আরামদায়ক বলে মনে করা হয়।

হয়ে উঠছে পাহাড়ি শহর। এই উৎসব চলেবে বড়দিন থেকে নতুন বছরের প্রথম দিন পর্যন্ত। পর্যটকদের ভিড়ে খুশি পাহাড়ের হোটেল মালিকরাও। গ্যাংটকের এক হোটেল মালিক কল্পক দে জানান, এমজি মার্গ এলাকায় কেনও হোটেলেই এখন জায়গা নেই। আমার হোটেল হইকোট এলাকার কাছে, সেখানেও একই অবস্থা। বড়দিনের সময় এমন ভিড় হলে আমাদের সারা বছরের ক্ষতি অনেকটাই পুষিয়ে যায়।তবে উসবের এই উদ্ভাসের মধ্যেই পাহাড়ে দেখা যাচ্ছে আরেক চিত্র। ঠান্ডা বাড়তেই পাহাড়ি এলাকা থেকে সমতলের দিকে নামতে শুরু করেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। বিশেষ করে শিশু ও বয়স্কদের নিয়ে পরিবারগুলি শিলিগুড়িতে আসছেন। পাহাড়ের অনেক স্বচ্ছল পরিবারেরই এখন দু’টি ঠিকানা-একটি পাহাড়ে, অন্যটি শিলিগুড়িতে। শীতের সময় পরিবারের সবাই মিলে শিলিগুড়িতে থাকা তাঁদের বাড়ি থেকে নিরাপদ ও আরামদায়ক বলে মনে করা হয়।

